গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

weGgAvi Ae †KwcGg (KYdyj †ccvi wgj) kxlK mgwß cKল্প

জুন ২০১৮

সূচিপত্র

বিবরন		
Acronym and Abbreviation		iii
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		iv
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ		
১.১	পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	১
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৪	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধণ	২
১.৫	প্রকল্প এলাকার মানচিত্র	৩
১.৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	৪
১.৭	প্রকল্পের সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)	৪
১.৮	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (লক্ষ টাকায়)	৪
১.৯	প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি (Methodology)		
২.১	পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR)	৫
২.২	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি	৫
২.২.১	পরিমাপগত সমীক্ষার নমুনায়ন	৭
২.২.২	গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য গ্রহন	৭
২.২.২.১	মুখ্য তথ্যদাতা (KII) এর সাথে সাক্ষাৎকার	৭
২.২.২.২	দলীয় আলোচনা (FGD)	৮
২.২.২.৩	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	৮
২.২.২.৪	মাঠ পরীক্ষা সম্পাদন করা	৮
২.২.২.৫	প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা	৮
২.৩	প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট	৯
২.৪	সমীক্ষার কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	৯
২.৫	তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম	৯
২.৬	তথ্য একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ	১০
২.৭	তথ্য বিশ্লেষণ	১০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আথিক) লক্ষমাত্রা ও অর্জন পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়	১৩
৩.১.১	রাজস্ব খাতের প্রধান ব্যয়ের মধ্যে ছিল	১৩
৩.২	প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির পর্যালোচনা	১৩
৩.৩	প্রকল্পের অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	১৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ (Procurement Process)		
৪.১	প্রকল্পের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ	১৭
পঞ্চম অধ্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনপর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ		
৫.১	প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা এবং এর ফলাফল বিশ্লেষণ	১৭
৫.২	বিসিআইসি থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১৮
৫.৩	উৎপাদিত পণ্য ও কাচামাল	১৯
৫.৪	কোম্পানীর লোকবল	১৯
৫.৫	প্রকল্পের লোকসান ও তার কারন	১৯
৫.৬	গৃহীত পরিকল্পনা	১৯
৫.৭	বিগত ১ বৎছরের কার্যক্রম ও প্রকল্পের প্রভাব পর্যালোচনা	২১
৫.৮	ব্যবসায়ীকভাবে সফল করতে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ	২১
৫.৯	প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২১
ষষ্ঠ অধ্যায় প্রকল্পের সবল, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)		
৬.১	প্রকল্পের সবল দিকগুলি	২৫
৬.২	প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলি	২৫
৬.৩	প্রকল্পের সুযোগ গুলি	২৫
৬.৪	প্রকল্পের ঝুঁকি গুলি	২৫
সপ্তম অধ্যায় সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ		
৭.১	উত্তরদাতার ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী নমুনা বিন্যাস	২৭
৭.২	উত্তরদাতাদের কাগজের চাহিদা অনুযায়ী বিন্যাস	২৭
৭.৩	মিলস্ থেকে কাগজ পেতে/তুলতে সমস্যার অবস্থা বিশ্লেষণ	২৮
৭.৪	উৎপাদিত কাগজ-এর মানের অবস্থা বিশ্লেষণ	২৮
৭.৫	উৎপাদিত কাগজ-এর চাহিদা পরিমান বিশ্লেষণ	২৯
৭.৬	প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী কাগজের ব্যবহার	২৯
৭.৭	দলীয় আলোচনা	৩০
৭.৮	মূখ্য তথ্যদাতাদের মতামত	৩২
৭.৮.১	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি সম্পর্কিত	৩২
৭.৮.২	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত	৩২
৭.৮.৩	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন সম্পর্কিত	২৯
৭.৯	প্রকল্পের অবকাঠামো যাচাই	৩৩
৭.১০	স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা	৩৪
৭.১১	জাতীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা	৩৬
অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার পর্যবেক্ষন ও সুপারিশমালা		
৮.১	উপসংহার	৩৯
৮.২	পর্যবেক্ষন	৩৯
৮.৩	সুপারিশমালা	৪০

Rerefences		৩৬
প্রশ্নমালা	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ১: বেনিফিসিয়ারী (ঢাকা জেলার কর্ণফুলি পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সকল শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর টাকশাল, বাংলা একাডেমী, সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেখানে কর্ণফুলী পেপার ব্যবহার করা হয়), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, NCTB, BSO ইত্যাদির পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা)	৪২
	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ২: নন-বেনিফিসিয়ারী (ঢাকা জেলার অন্যান্য পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা)	৪৬
	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ৩: প্রকল্প সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা (মূখ্য তথ্যদাতাদের) প্রশ্নমালা ও অবজারভেশন চেকলিস্ট যুগ্ন-সচিব- শিল্প মন্ত্রণালয়, আইএমইডি-র শিল্প বিষয়ক উইং কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক - বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস), উপ-প্রকল্প পরিচালক- বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস), পরিচালক/ম্যানেজার- বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।	৫০
	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ৪: ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন চেকলিষ্ট: (প্রকল্পপরিচালক/ প্রকল্পপরিচালক কর্তৃক মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	৫৮
	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ৫: প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিষ্ট:	৬১
	সমীক্ষাপ্রশ্নমালা ৬: FGD চেকলিস্ট	৬৫

Acronyms

ADP	:	Annual Development Programme
BMR	:	Balancing Modernization and Rehabilitation
BCIC	:	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BSO	:	Bangladesh Stationary Office Supplies
BMRE	:	Balancing Modernization Rehabilitation and Expansion
DPP	:	Development Project Proposal.
DPEC	:	Departmental Project Evaluation Committee
ETP	:	Effluent Treatment Plan
ECNEC	:	Executive Committee of National Economic Council
FGD	:	Focus Group Discussion.
FAT	:	Final Acceptance Test
GUS	:	Gano Unnayan Sangstha
GE		Great Expectations
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division.
KPM	:	Karnaphuli Paper Mill
KII	:	Key Informant Interview.
NCTB	:	National Curriculum and Textbook Board
PCR	:	Project Completion Report
PIU	:	Project Implementation Unit
PAT	:	Preliminary Acceptance Test
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SWOT	:	Strength, Weakness, Opportunity and Threat.
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
TOR	:	Terms of Reference
VAT	:	Value Added Tax

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দেশের প্রথম পেপার মিল হিসেবে কর্ণফুলী পেপার মিল ১৯৫৩ সালে নির্মিত হয়। এই মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ৩০,০০০ মেট্রিক টন সাদা প্রিন্টিং এবং রাইটিং গ্রেড পেপার। দীর্ঘ ২৫ বছর একটানা কার্যক্রম চলার পরে এর অধিকাংশ প্লান্ট এবং মেশিনারিজ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় মিলের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে থাকে। কর্ণফুলী পেপার মিল এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের কাগজ সুলভ মূল্যে সাধারন মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাগজের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০,০০০ মে: টন এবং কাগজের ব্রাইটনেস ৭৮ GE থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬.৫ GE তে উন্নীতকরণ।

পেপার মিলটিকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। যার মধ্যে ওয়াশিং প্ল্যান্ট, পাল্প স্ক্রিনিং প্ল্যান্ট, ব্লিচিং প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, এয়ার কম্প্রেসার, অক্সিজেন সিস্টেম, পেপার মেশিন এবং বয়লার উল্লেখযোগ্য।

কর্ণফুলি পেপার মিলটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় কাচাঁমাল পরিবহনের সুযোগ বিদ্যমান। মিলটি যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত সেহেতু কাচাঁমাল উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। চাহিদা অনুযায়ী বাজারে কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব।

কাগজ শিল্পের প্রযুক্তি এতটাই প্রসারিত হয়েছে যে কেপিএম এর মত ৫২ বছরের পুরাতন একটি মিলের জন্য বিএমআর কোন কাজেই আসেনি। ১৯৯৬ সালে মূলত একটি পরিকল্পিত ধারণার উপর ভিত্তি করে কেপিএম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু পুরানো প্রযুক্তির কারণে এ প্রকল্পটির ধস্ শুরু হয় ২০০৭ সালে। একটি প্রযুক্তিগত প্রকল্প যা ১৯৯৬ সালে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়েছিল সে প্রকল্পটি ২০০৭ সালে বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে, কেপিএম প্রকল্পটির বিএমআর-এর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

বর্তমানে স্থানীয় কোম্পানিগুলো ২০০০০০ মেট্রিক টন সাদা কাগজ, ২৫০০০০ মেট্রিক টন অফসেট পেপার এবং ২০০০০০ মেট্রিক টন নিউজ পেপার উৎপাদন করছে। অধিকন্তু সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করছে যার ফলে বাজারে প্রতি বছর গড়ে ১০ % কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র এনসিটিবি প্রতি বছর ৬৫০০০ মেট্রিক টন কাগজ ব্যবহার করে। কেপিএম প্রতি বছর বাজারে শুধুমাত্র ৫০০০ -৭০০০ মেট্রিক টন কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

কেপিএম-এ দীর্ঘ ২০-৩০ বছর যাবৎ কোন ওভার হোল্ডিং -এর কাজ হয়নি। এছাড়া বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজও বিগত ১০ বছরে হয়নি। যার কারণে ঘনঘন ব্রেক -ডাউন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি তথা মূল্যস্ফীতি, বিভিন্ন সময়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ এর মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, একাধিক পে-কমিশন ও মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন প্রভৃতি কারনে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিলের লোকসানের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি টন কাগজের উৎপাদন খরচ ১,৩৬,৭৩৭.০০ এবং প্রতি টন কাগজের গড় বিক্রয়মূল্য ৯৫,০০০.০০ টাকা। ১,২৭,০০০ একরের যে বিশাল বনভূমি রয়েছে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু একর জমিতে মিলটি অবস্থিত, অবশিষ্ট বিশাল বনভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রতিটন পাল্পের ক্রয়মূল্য পড়ে ৭০,০০০-৮০,০০০ টাকা, অথচ মিলে নিজেরা পাল্প উৎপাদন করতে পারলে খরচ পড়তো মাত্র ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা। ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে পুরাতন ছাপা এবং লেখা কাগজের কালি অপসারনের মাধ্যমে রিসাইকেল্ড ফাইবার সংগ্রহ করা হয়। কর্ণফুলী পেপার মিলের ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট না থাকায় এই কর্ণফুলী পেপার মিলে পুরাতন কাগজ থেকে কালী অপসারন করা যাচ্ছেনা।

২০ বছরের বেশি সময়ের যে কোনও শিল্পের জন্য কোনো বিএমআরই করা সমীচিন নয় । শুধুমাত্র ৫০০০-৭০০০ মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদন ও সরবরাহ করার জন্য একটি মিল চালানো অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত নয় । কেপিএম-এর যেহেতু প্রচুর জায়গা আছে এবং বাজারে কাগজের যথেষ্ট চাহিদা বিদ্যমান সেহেতু এখানে ১০০০০০ (এক লক্ষ) মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুইটি পেপার মিল স্থাপন করা যেতে পারে। নতুন প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অথবা অভিজ্ঞ পার্টনারের সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে নতুনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে কেপিএম -এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে। অন্যান্য প্রাইভেট মিলগুলো যেমন তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার কথা চিন্তা করে , কেপিএম-কেও তার উৎপাদিত কাগজের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পণ্য বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করতে হবে। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় যে, কেপিএম টিস্যু উৎপাদনে যেতে পারে। শুধুমাত্র আংশিক BMRE করে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্পুর্ণ প্রতিস্থাপন করা উচিত। কর্ণফুলী পেপার মিলের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপন অপরিহার্য। কর্ণফুলি পেপার মিলের যে পরিমাণ সম্পদ, ভূমি ও কাচাঁমাল রয়েছে তাতে সরকারের অর্থায়ন ও হস্তক্ষেপে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে । প্রকল্পের আওতায় ১,২৭,০০০ একরের যে বিশাল বনভূমি রয়েছে তার মধ্যে অব্যবহৃত অবস্থায় যে সকল বনভূমি আছে, সেগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাচাঁমালের অপর্যাপ্ততা দূর করা যেতে পারে ।কর্মরত শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন রয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ পটভূমি

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অধীনে বাস্তবায়িত কিছু নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে আসছে। বিগত বছরগুলোর মত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেও আইএমইডি প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য ২৪টি প্রকল্প নির্বাচন করেছে।

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) ১৯৫৩ সালে দেশে প্রথম পেপার মিল হিসেবে স্থাপিত হয়। স্থাপনকালে এর বাৎসরিক ৩০,০০০ মে: টন রাইটিং ও প্রিন্টিং গ্রেড পেপার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল। দীর্ঘদিন অব্যাহত উৎপাদনে থাকার কারণে মিলটির অনেক প্ল্যান্ট/ইউনিট এর মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোসমূহ জরাজীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। অনেক ইউনিট/যন্ত্রপাতির ডিজাইন আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। ব্লিচিং প্ল্যান্ট এর বিল্ডিং, টাওয়ার ও অন্যান্য স্থাপনা (মেকানিক্যাল, ইলকেট্রিক্যাল) অতিমাত্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ঘনঘন Plant shut down করতে হয়। এমতাবস্থায়, কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/মেরামতপূর্বক উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো ১০ বৎসর অব্যাহত রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমানো এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১	প্রকল্পের নাম	:	বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)
২	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)
৪	প্রকল্পের অবস্থান	:	চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

১.২ প্রকল্পের যৌক্তিকতা

কর্নফুলী পেপার মিল প্রথমে ১৯৫৩ সালে কমিশনিং এর আওতায় নেওয়া হয় এবং তখন এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩০,০০০ মেট্রিক টন সাদা প্রিন্টিং এবং রাইটিং গ্রেড পেপার উৎপাদন এর ক্ষমতা ছিল যাতে ব্যাক-আপ সুবিধাগুলোর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল পাল্প প্রোডাকশন ইউনিট, রাসায়নিক পদার্থ পূণরুদ্ধার ইউনিট, ইউটিলিটি ইউনিট এবং নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা। দীর্ঘ ২৫ বছর একটানা কার্যক্রম চলার পরে এর অধিকাংশ প্লান্ট এবং মেশিনারিজ প্রডাক্টগুলো খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পরে যার ফলশ্রুতিতে এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, মেশিনারিজ প্রডাক্টগুলোর কার্য্যক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে থাকে, ঘনঘন প্লান্টের অপারেশন বন্ধ হয়ে যায়।

এই অবস্থার আশূ পদক্ষেপ এবং এই অপচয় ও অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধ করার জন্য ১৯৭৯-১৯৮৪ অর্থ বছরে সিডা নামক প্রতিষ্ঠান এর উন্নতিকরণের দায়ভার পাশ করে যার ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৮ কোটি টাকা। তখন এই প্রকল্পের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ বছর এবং বিএমআর এর স্কিমে বলা হয়েছিল এই প্রকল্পের মাধ্যমে এর আগের উৎপাদন দক্ষতা ফিরিয়ে দেওয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অপচয় কমিয়ে আগের অবস্থানে আনার পরিকল্পনা থেকেই মূলত এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যদিও যথাযথ অর্থের যোগান দিতে না পারায় এই প্রকল্পের বেশিরভাগ পরিকল্পনা বাস্তবে রুপান্তর করা সম্ভব হয়নি।

তখন থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫২ বছর এই প্রকল্পের অপারেশনের কাজ শেষে এই মূহুর্তে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অপারেশনের কাজ চালিয়ে নেওয়া খুব কঠিনসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এই পেপার মিলের বেশিরভাগ জায়গায় ফাটল এবং অনেক বন্ধন ছিড়ে গিয়েছে, এছাড়াও মরিচিকা এবং ঘুণ, অধিক পরিবেশের দূষণ, নিম্নমানের রাসায়নিক পূণরুদ্ধার, অপচয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন কাঁচামাল এবং রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি, ভবনের অবকাঠামোগত অবক্ষয়, অপারেশনের সময় হঠাৎ অপারেশন বন্ধ হয়ে যাওয়া, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে মেশিনারিজ প্রডাক্টসমুহের অরিজিনাল পার্ট্স এর অপ্রতুলতা (কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে পুরাতন মডেলের মেশিন এবং অধিক বয়স) অন্যদিকে ফাইব্রাসের কাঁচামাল এর ব্যবহার ও রয়ালিটিস এর ধারাবাহিক বৃদ্ধি, বাখরাবাদ গ্যাস সিষ্টেম লি: এর লাগামহীন ও অপরিকল্পিত মূল্য বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি এই কারখানা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খুব বড় ধরণের একটা অর্থনৈতিক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে কর্ণফুলি পেপার মিল বিগত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। উপরন্তু এই প্রকল্পের অধীনে উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় এবং উপরে উল্লেখিত কারণগুলোর জন্য এই মিলের বর্তমান উৎপাদিত কাগজ বাজারের চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্নভাবে ব্যর্থ বলে গণ্য করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সররকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা, বিভিন্ন পাবলিকেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাগজের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বাৎসরিক ৩০,০০০ মে: টন রাইটিং ও প্রিন্টিং গ্রেড পেপার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কে পিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) বর্তমান বাজারে যে কাগজ মিল চালু আছে তার সাথে তুলনা করে কর্ণফুলী পেপার মিল এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের কাগজ বাংলাদেশের মার্কেটে সুলভ মূল্যে সাধারন মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) এর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০,০০০ মে: টন এ পুন: উন্নীতকরণ
(খ) উৎপাদিত কাগজের ব্রাইটনেস ৭৮ GE থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬.৫ GE তে উন্নীত করে কাগজের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্পটি মোট ১৮১৫৬.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৮/১০/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থই জিওবি। পরবর্তীতে ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার সুপারিশের আলোকে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির আন্ত:খাত সমন্বয় করাহয়। আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবের সাথে প্রকল্পের মেয়াদ ১বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে পরিমার্জন, ইটিপি স্থাপন, ডিইংকিং প্লান্ট স্থাপন প্রভৃতি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে এর মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

১.৫ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র (কর্ণফুলি পেপার মিল)

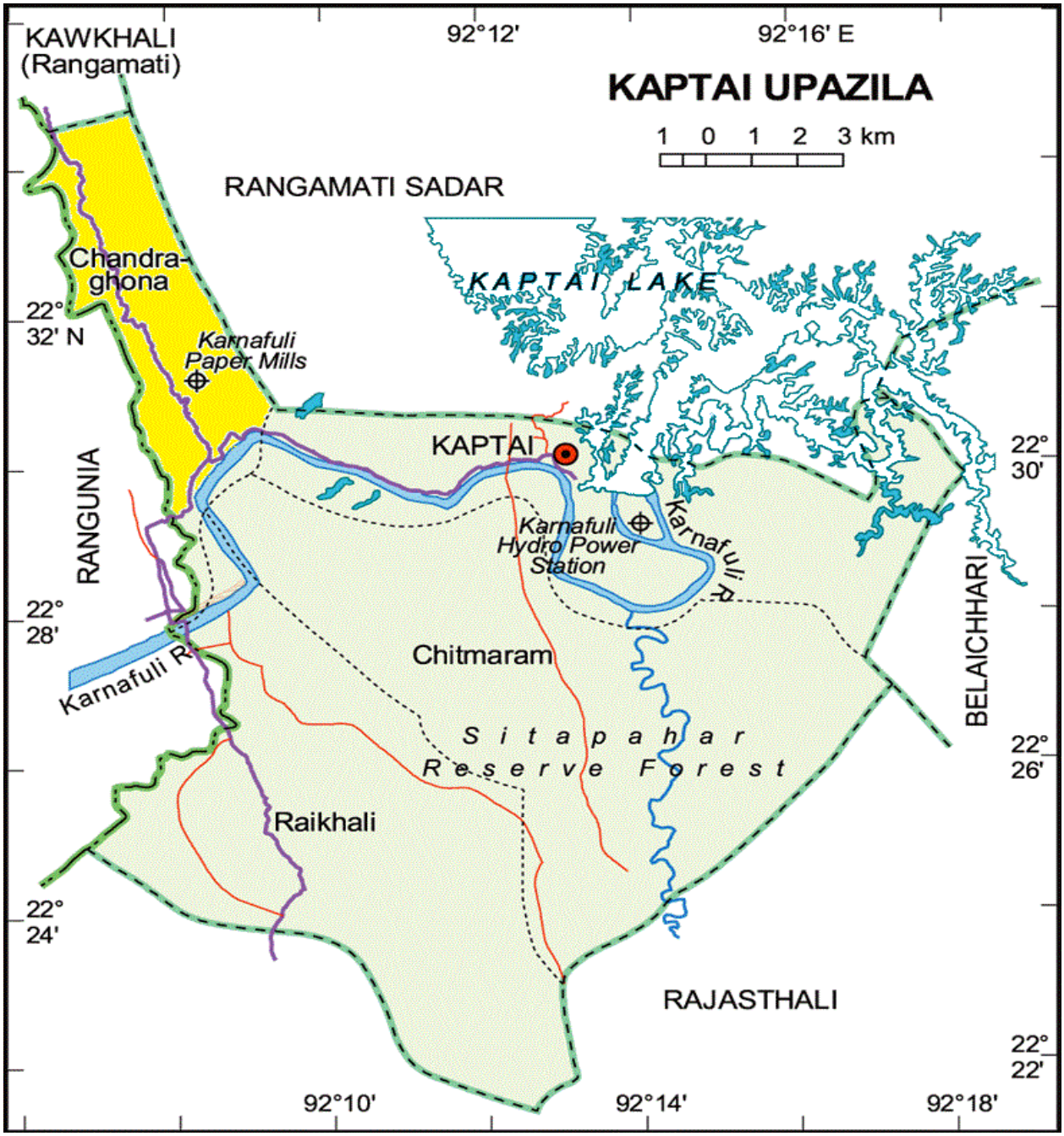

১.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (লক্ষ টকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮১৫৬.৯	১৮১৫৬.৯	১৭৪৫৭.০০	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০০৯	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪	(-) ৬৯৯.৯ (৩.৮৫)	৬ বছর (৩০০%)

* **নোট:** প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ৬৯৯.৯ লক্ষ টাকা (৩.৮৫%) কম এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ অনুমোদিত মেয়াদ অপেক্ষা ৬ বছর (৩০০%) বেশী।

১.৭ প্রকল্পের সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)

	আরম্ভ	সমাপ্তি
(ক) মূল	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯
(খ) সর্বশেষ সংশোধিত	২০০৭-২০০৮	জুন ২০১৪
(গ) বাস্তব	জানুয়ারী ২০০৮	জুন ২০১৪

১.৮ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (লক্ষ টাকায়)

		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত
(ক) মোট	:	১৮১৫৬.৯০	১৮১৫৬.৯০
(খ) টাকা (জি ও বি)	:	১৮১৫৬.৯০	১৮১৫৬.৯০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-

তথ্যসূত্র ঃ ডিপিপি, পিসিআর, TOR।

১.৯ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

প্রকল্পের ১২টি প্রধান অঙ্গ হলো-

১ ইন্সপেকশন ফি
২ প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস
৩ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংওয়ার্কস
৪ ডিডি-ভ্যাট অন ট্যাক্সেজ এন্ড ভ্যাট
৫ ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস
৬ ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট
৭ ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৮ ইরেকশন এবং ইনস্টলেশন
৯ কমিশনিং, স্টার্টআপ এবং পিজিটি
১০ নির্মাণকালীন সুদ
১১ ইনসুরেন্স, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং ইত্যাদি
১২ কন্টিনজেন্সী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR)

১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
২	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ওবিশ্লেষণ;
৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৪	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৭	প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
৮	DPP অনুযায়ী প্রকল্পটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা দেখা, না হলে কেন হয়নি তা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা;
৯	প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পরেই অব্যাহত অবকাঠামো/সুযোগ বজায় রাখার জন্য সুপারিশ করা;
১০	প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফলাফল তৈরী;
১১	ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্পগুলি করার জন্য ফলাফলের আলোকে সুপারিশ করা;
১২	কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক জমাকৃত সমস্ত রিপোর্ট বাংলায় প্রদান (নিকোস ফন্ট) তবে চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু রিপোর্ট ইংরেজিতে প্রদান;
১৩	একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা প্রভাব মূল্যায়ন করা
১৪	আইএমইডি এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা;
১৫	ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ।

২.২ সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সংগঠিত প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনগুলোর উপযুক্ত ও কার্যকর মূল্যায়নের জন্য মূল উপাদানগুলো শনাক্ত করে মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য একটি কার্যকরী নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারী তথ্যগুলি প্রকল্প অফিস এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলি যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়েছে।

বি এম আর অফ কর্ণফুলী পেপার মিল শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নলিখিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/নথিপত্র
ক. পরিমাণগত পদ্ধতি	
প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	১. বেনিফিসিয়ারী (কর্ণফুলি পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সকল শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর টাকশাল, বাংলা একাডেমী, সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেখানে কর্ণফুলী পেপার ব্যবহার করা হয়), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, NCTB, BSO ইত্যাদির পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা। ২. নন-বেনিফিসিয়ারী (অন্যান্য পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা)।
খ. গুণগত পদ্ধতি	
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (KII) নিবিড় সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নমালা ও অবজারভেশন চেকলিষ্ট	১. প্রকল্প পরিচালক-বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) ২. সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন ৩. ক্যামিষ্ট, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন ৪. ডিএমডি, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) ৫. জেনারেল ম্যানেজার, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) ৬. এ্যাসিষ্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)
ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন চেকলিস্ট (নমুনা এলাকার স্থাপনা ও সামগ্রী)	১. ইন্সপেকশন ফি ২. প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস ৩. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ৪. ডিডি-ভ্যাট অন ট্যাক্সেজ এন্ড ভ্যাট ৫. ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস ৬. ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট ৭. ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৮. ইরেকশন এবং ইনস্টলেশন ৯. কমিশনিং, স্টার্টআপ এবং পিজিটি ১০. নির্মাণকালীন সুদ ১১. ইনসুরেন্স, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং ইত্যাদি ১২. কন্টিনজেন্সী
প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট (প্রয়োজনীয় নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করা ও পর্যালোচনা করা)	১. প্রকল্পের ডিপিপি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র। ২. প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন: কাজের অঙ্গভিত্তিক এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন। ৩. ক্রয় পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও নথি পর্যালোচনা। ৪. বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫. নতুন ভ্যালু এ্যাড ও ট্যাক্স সম্পর্কিত নথিপত্র। ৬. অডিট রিপোর্ট। ৭. মনিটরিং ও সুপারভিশন রিপোর্ট। ৮. ভৌত কাঠামো নির্মাণ কাজের প্লান ও নকশা সংগ্রহ ৯. নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালসমূহের গুণগত মান পরীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/নথিপত্র
ক. পরিমাণগত পদ্ধতি	
	১০. যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ভৌত কাঠামো নির্মাণ কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলন সংগ্রহ ১১. একনেক/মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের সরকারী আদেশপত্র সংগ্রহ (নমুনাভুক্ত এলাকার যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত (procurement process) সহায়ক সকল তথ্য "বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস)"শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সদর দপ্তর (প্রকল্প পরিচালকের অফিস) এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে)

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/নথিপত্র
খ. গুণগত পদ্ধতি	
দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion)	কর্ণফুলি পেপার মিলের কর্মকর্তাদের সাথে ১টি ও শ্রমিকদের সাথে ১টি FGD অর্থাৎ সর্বমোট ২টি FGD করা হয়েছে। ৫–৬ জন অংশগ্রহণকারী প্রতিটি FGD-তে অংশগ্রহণ করেছে।
কর্মশালা ও সভা	
টেকনিক্যাল কমিটির সভা স্টিয়ারিং কমিটির সভা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১. বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) "শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ ২. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) কর্মকর্তাবৃন্দ। ৩. মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ৪. শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ৫. গণ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

২.২.১ পরিমাণগত সমীক্ষার নমুনায়ন

সমীক্ষার নকশাঃ উপস্থাপিত সমীক্ষাটি একটি ক্রস-সেকশনাল (cross-sectional) সমীক্ষা।
উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ কর্নফুলী পেপার মিল এর সেবা গ্রহীতা ।

নমুনা চয়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার

সমীক্ষা কাজের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমুনা নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ Purposive sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সকল ক্রেতা সব সময় কর্ণফুলী মিলের কাগজ ক্রয় করে তাদের ৫০% নমুনায় নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৩৪ টি কর্ণফুলী মিলের কাগজ ক্রেতাগণের **(বেনিফিসিয়ারী)** তালিকা থেকে ১৭টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পনীকে উদ্দেশ্য মূলকভাবে। এছাড়া ১০টি অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতাদের কন্ট্রোল **(নন-বেনিফিসিয়ারী)** হিসেবে নমুনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করতে কর্ণফুলি পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সকল শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর টাকশাল, বাংলা একাডেমী, সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেখানে কর্ণফুলী পেপার ব্যবহার করা হয়), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, NCTB, BSO ইত্যাদির পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতাদের কাছ থেকে ১৭ টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ নমুনা হিসেবে অন্যান্য পেপার মিলের কাগজ ব্যবহারকারী পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী বিক্রেতা থেকে ১০ টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২.২ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ

সমীক্ষায় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত (quantitative) পদ্ধতি ছাড়াও গুণগত (qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: Key Informant Interview (KII), দলীয় আলোচনা (FGD), বিভিন্ন উপাদান সমূহ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পর্যায় কর্মশালা এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের চেকলিষ্ট, ইত্যাদি।

২.২.২.১ মুখ্য তথ্যদাতা (KII) এর সাথে সাক্ষাৎকার

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পর্যালোচনার জন্য প্রশ্নমালা এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে মুখ্য তথ্যদাতাদের উত্তর প্রদান করা কঠিন না হয়। এই পর্যালোচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ফলাফল, প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনাপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোট কেআইআই গ্রহণের সংখ্যা হয়েছে ৬ টিঃ

সারণী ২.১ ঃ নিম্নোক্ত টেবিলে মুখ্য তথ্যদাতাদের নমুনার বিভাজন বিশদভাবে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	স্টেকহোল্ডার/ মুখ্য তথ্যদাতা	স্টেকহোল্ডার/মুখ্য তথ্যদাতার সংখ্যা
১	প্রকল্প পরিচালক-বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)	
২	সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন	০১
৩	ক্যামিষ্ট, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন	০১
৪	ডিএমডি, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)	০১
৫	জেনারেল ম্যানেজার, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)	০১
৬	এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)	০১
	মোট	**০৬**

২.২.২.২ দলীয় আলোচনা (FGD)

কর্ণফুলি পেপার মিলের কর্মকর্তদের সাথে ১টি ও শ্রমিকদের সাথে ১টি দলীয় আলোচনা বা এফজিডি করা হয়েছে।

সারণী- ৩ ঃ দলীয় আলোচনা নমুনার বিভাজন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম
১	➢ মিলের প্রতিটি শ্রেণীর পেশার ১টি করে মোট ২টি FGD করা হয়েছে।
২	➢ ২টি FGD কর্ণফুলি পেপার মিলের এলাকাতে হয়েছে ।
৩	➢ প্রত্যেক FGD-তে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হয়েছে ৫-৬ জন।
৪	➢ কর্ণফুলি পেপার মিলের কর্মকর্তা ও শ্রমিকদেরকে FGD-তে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।

২.২.২.৩ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গণ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায় একটি কর্মশালা সংগঠিত করা হয়েছে। এ কর্মশালায় সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট স্টেক-হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়মূলক আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

২.২.২.৪ মাঠ পরীক্ষা সম্পাদন করা

প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে।

সারণী -৪ঃ নিম্নোক্ত সারণীতে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের জন্য ওয়ার্ক ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থাপনার বিভাজন বিশদভাবে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	ওয়ার্ক ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থাপনা	সংখ্যা
১	ওয়াশিং প্ল্যান্ট	১
২	পাল্প স্ক্রিনিং প্ল্যান্ট	১
৩	ব্লিচিং প্ল্যান্ট	১
৪	কেমিক্যাল প্ল্যান্ট	১
৫	এয়ার কম্প্রেসার	১
৬	অক্সিজেন সিস্টেম	১
৭	পেপার মেশিন	১
৮	বয়লার	১
মোট		**৮**

২.২.২.৫ প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

১. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচি ও অর্থায়ন সম্পর্কে আলোচনা;
২. ডিপিপির প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানের আলোকে প্রকিউরমেন্ট হয়েছে কিনা;
৩. কার্যকারিতার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা;
৪. প্রকল্পের ফলপ্রসূতা কীভাবে অর্জিত হয়েছে;
৫. প্রকল্পের ধারাবাহিকতা পরীক্ষাকরণ;
৬. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা
৭. বছর ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা
৮. প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া, টেন্ডার প্রদান, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং টেন্ডার এওয়ার্ড যথাযথভাবে অর্থাৎ প্রকিউরমেন্টের আইন অনুযায়ী হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করা।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিম্নলিখিত সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/কমিশন
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়/স্টেকহোল্ডার
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)
- কর্ণফুলি পেপার মিল, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম

ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের চেকলিষ্ট

নমুনাভুক্ত যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত (procurement process) সহায়ক সকল তথ্য কর্ণফুলী পেপার মিল ও বিসিআইসি সদর দপ্তর (প্রকল্প পরিচালকের অফিস) হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা পিপিআর অনুযায়ী হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। প্রাক্কলন, অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও তার মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও কার্য সম্পাদন ইত্যাদি সময়মত, গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। যদি সঠিকভাবে না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট

মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নে বর্ণিত ৬ ধরণের খসড়া প্রশ্নমালা, নির্দেশিকা ও চেকলিষ্ট তৈরী করা হয়েছেঃ

- **পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য**

  প্রশ্নপত্র ১: কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশ্নপত্র

  প্রশ্নপত্র ২: অন্যান্য কাগজ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশ্নপত্র

- **গুণগত পদ্ধতির উপাত্ত সংগ্রহের জন্য**

  প্রশ্নপত্র ৩: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (Key Informant) নিবিড় সাক্ষাৎকারের জন্য অবজারভেশন চেকলিস্ট

  প্রশ্নপত্র ৪: ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন চেকলিস্ট (বিভিন্ন ওয়ার্ক ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থাপনা)

  প্রশ্নপত্র ৫: প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট

  প্রশ্নপত্র ৬: দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা (FGD আলোচনা)।

- প্রশ্নমালা চুড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আইএমইডি'র টেকনিক্যাল কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির মতামত নেয়া হয়েছে। এগুলি একটি নমুনা বহির্ভূত এলাকায় প্রি-টেস্ট করা হয়েছে। আইএমইডি'র মতামত ও প্রি-টেস্ট থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক বিবেচনা করে প্রশ্নমালাগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৪ সমীক্ষার কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

উক্ত প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ২ জন ফিল্ড সুপারভাইজার এবং ২ জন এফজিডি অর্গানাইজার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করে প্রস্তুতকৃত তালিকা হতে তথ্য সংগ্রহকারীগনকে ৫ দিন প্রশিক্ষণ (২০/০৩/২০১৮ থেকে ২৪/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত) প্রদানের পর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব বন্টণ করা হয়। যার মধ্যে ৪ দিন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন, অংশগ্রহণমূলক ও রোল-প্লে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা, মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, কর্ম পদ্ধতি, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা এবং হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে। মূল্যায়ন সমীক্ষার পরামর্শক দল ও গণ উন্নয়ন সংস্থা-এর প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেছেন। প্রশিক্ষণে আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণ ও গণ উন্নয়ন সংস্থা এর সমীক্ষা টীম উপাত্ত সংগ্রহ কাজ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদারকি করেন। সমীক্ষার কাজে ২ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, ২ জন সুপারভাইজার এবং ৮ জন তথ্য সংগ্রহকারীর জন্য ৪ দিন ব্যাপী তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ের কর্ম পদ্ধতি, পরিবীক্ষণ, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৫ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবার পর কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য মোট ৫ দিন সময় লেগেছিল। মোট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছেঃ সুবিধাভোগী পর্যায়ে সাক্ষাৎকার-১৭, নিবিড় সাক্ষাৎকার- ৬, এফজিডি-২ এবং ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন-৮টি। এ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য মোট ৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ২ জন টিম সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ২ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল ।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মোট ২টি টিম গঠন করা হয়েছিল। প্রতি টিমে ১ জন টিম সুপারভাইজার ও ৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী ছিল। ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইজারের সাথে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ (নিবিড় সাক্ষাৎকার) করেছে এবং বাকি ৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী সুবিধাভোগী পর্যায়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করেছে। ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী প্রতি দিন গড়ে ২ টি করে প্রশ্নপত্র পূরণ করেছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টিম মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সুপারভিশন করেছেন এবং আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিবীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

২.৬ তথ্য একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য একত্রীকরণ

তথ্য একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা হয়েছে

⇒ তথ্য সংগ্রহের পর ফিল্ড সুপারভাইজার মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নপ্রত্র Edit করেছেন। কোন সমস্যা বা ভুল থাকলে তাৎক্ষনিকভাবে তা সংশোধন করেছেন।

⇒ প্রশ্নপ্রত্র কোডিং ও তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করার পূর্বে Editor দ্বারা তথ্য সম্পাদনা করা হয়েছে। যাতে করে তথ্যের গুণগত মান বজায় থাকে এবং তথ্য ত্রুটিহীন হয়।

⇒ কম্পিউটার সফটওয়ার প্রোগ্রাম EPI Info-এর মাধ্যমে তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত হবার পর Data Cleaning করা হয়েছে।

⇒ তথ্য গোছানো হয়ে যাবার পর তথ্য বিশ্লেষণ, সারণী/টেবিল ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS (Version-19) সফটওয়ার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৭ তথ্য বিশ্লেষণ

মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণ ও গণ উন্নয়ন সংস্থা-র সমীক্ষা টীম উপাত্ত সংগ্রহ কাজ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদারকি করেছেন। গণ উন্নয়ন সংস্থা-র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তথ্য উপাত্তের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সার্বিকভাবে মনিটরিং করেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত কোডিং ও সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদিত (edited) ও কোডিংকৃত উপাত্ত প্রশ্নমালা অনুযায়ী SPSS প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারে এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া SPSS প্যাকেজের আওতা বহির্ভূত উপাত্তসমুহকে তথা গুণগত উপাত্তসমুহকে সাধারণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণের সকল পর্যায়ের কাজ যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে সম্পাদন করা হয়েছে।

সারণী ২.২ সমীক্ষার কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী (ToR অনুযায়ী) ব্যবহৃত সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

টিওআর অনুযায়ী সমীক্ষার কাজের ক্ষেত্রসমূহ	ব্যবহৃত সমীক্ষা পদ্ধতি (পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি)
১. বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;	পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা
২. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;	পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, মাঠ পরিদর্শন
৪. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (	পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র

টিওআর অনুযায়ী সমীক্ষার কাজের ক্ষেত্রসমূহ	ব্যবহৃত সমীক্ষা পদ্ধতি (পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি)
Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	পর্যালোচনা
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;	পর্যবেক্ষণ, চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা, মাঠ পরিদর্শন
৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;	পর্যবেক্ষণ, চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা, মাঠ পরিদর্শণ, কে আই আই
৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;	পর্যবেক্ষণ, চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা, কে আই আই
৮. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা;	পর্যবেক্ষণ, চেকলিষ্টের মাধ্যমে নথিপত্র পর্যালোচনা, কে আই আই, দলীয় আলোচনা
৯. প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;	সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎকার; দলীয় আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
১০. প্রকল্প হতে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;	সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎকার; দলীয় আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
১১. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম/সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;	সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎকার; দলীয় আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
১২. উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;	সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎকার; দলীয় আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

সারণী ২.৩ : পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি অনুযায়ী সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের বিভাজন

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	লক্ষ্য	অর্জন	% অর্জিত
পরিমাণগত পদ্ধতি			
সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার	১৭	১৭	১০০%
গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি			
প্রদানকারীদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার	৬	৬	১০০%
দলীয় আলোচনা (FGD)	২	২	১০০%
ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন	৮	৮	১০০%
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১	১	১০০%

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের সার্বিক অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষমাত্রা ও অর্জন পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশী টাকায় মোট ১৮৩.৫৭ কোটি টাকা অর্থের সংস্থান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ১৭৪.৫৭ কোটি টাকা (৯৬.১৫%)।

৩.১.১ রাজস্ব খাতের প্রধান ব্যয়ের মধ্যে ছিল

ইন্সপেকশন ফি খরচ: ইন্সপেকশন ফি খরচের ক্ষেত্রে ১২.৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.৯ লক্ষ টাকা (১০০.০০%) ব্যয় হয়েছে। প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস: প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস এর ক্ষেত্রে ১২৭৩৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২১৪৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (৯৫.৩৬%)। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস :সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস বরাদ্দের ক্ষেত্রে ১২২১.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০২০.৯ লক্ষ টাকা (৮৩.৬%) ব্যয় হয়েছে।

চার্ট ৩.১: অনুমোদিত বরাদ্দ অর্থ ও বাস্তব অগ্রগতির তুলনা মূলক বিশ্লেষণ

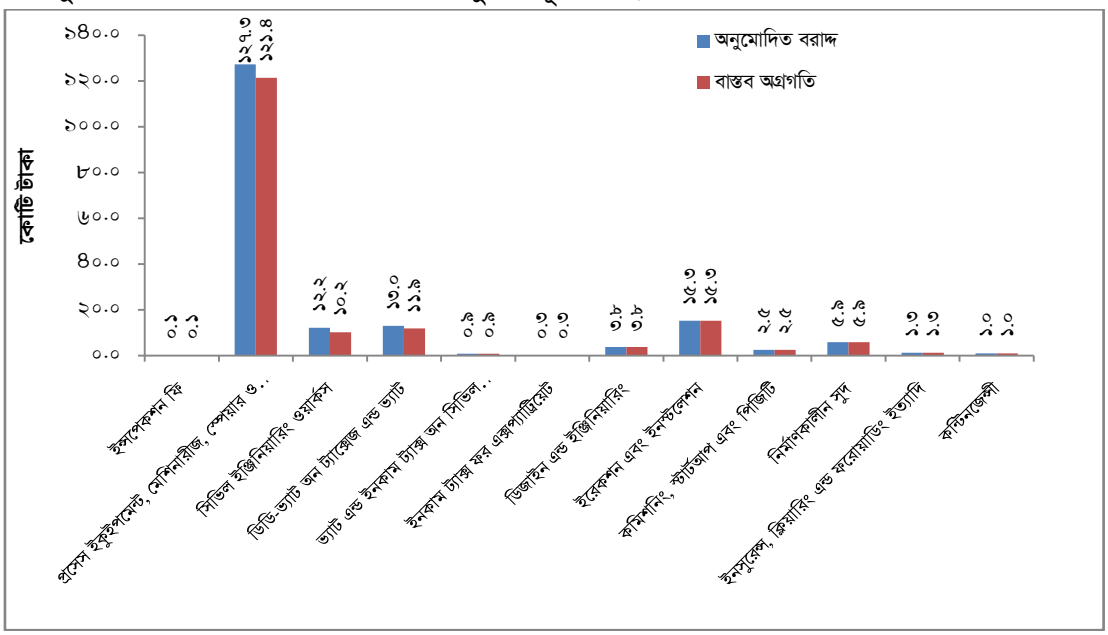

ডিডি-ভ্যাট অন ট্যাক্সেজ এন্ড ভ্যাট : ডিডি-ভ্যাট অন ট্যাক্সেজ এন্ড ভ্যাট ক্ষেত্রে ১২৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস : ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস এর ক্ষেত্রে ৮৬.৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৬.৮ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট: ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট ব্যয়ের ক্ষেত্রে ২৮.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮.০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। সর্বসাকুল্যে ১৮৩৫৭.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১৭৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৬.১৫% ব্যয় হয়েছে এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস খরচ কম হওয়ার কারণে ৩.৮৫% টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির পর্যালোচনা

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি ১৮৩.৫৭ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৮-১০-২০০৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরবর্তীতে প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে পরিমার্জন, ইটিপি স্থাপন, ডিইংকিং প্লান্ট স্থাপন প্রভৃতি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব করা হয় | প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সকল পদক্ষেপের জন্য ডিপিপি সংশোধন করা হয়।

প্রকল্পটিতে বাস্তবায়নের যে সময়সূচি ধরা হয়েছিল তথা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল বাস্তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সারণী ৩.১-এ বছর-ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও এর বিপরীতে অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ও শতকরা হার দেওয়া হল। সারণী ৩.১ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ অর্থ বছরে ১০০% অগ্রগতি অর্জন; কিন্তু বাস্তবে ১ম বছরে কোন অর্থ ছাড় না হওয়ায় কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী ৪ অর্থ বৎসরের ২০০৮-৯ থেকে ২০০৯-১০ অগ্রগতি হয়েছে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৭১.১%। অবশিষ্ট ২০.৩% অগ্রগতি হয়েছে ১ অর্থ বৎসরে (২০১০-২০১১) এবং ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত ০.১৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ১০০% কাজ সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং মোট বরাদ্দের ৩.৮৫% অব্যয়িত আছে।

সারণী -৩.১: অর্থ বছর অনুযায়ী সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং লক্ষ্য				টাকা বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	জিওবি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	অবকাঠামো %		মোট	জিওবি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	অবকাঠামো %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৭-০৮	৮৬০.০০	৮৬০.০০	-	৪.৫৮%	৮৬০.০০	৮৬০.০০	৮৬০.০০	-	৪.৫৮%
২০০৮-০৯	৩১০০.০০	৩১০০.০০	-	২০.১৫%	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	-	২০.১৫%
২০০৯-১০	৭৯৮৯.০০	৭৯৮৯.০০	-	৫০.৯৬%	৭৯৮৯.০০	৭৯৮৯.০০	৭৯৮৯.০০	-	৫০.৯৬%
২০১০-১১	৫৫০৮.০০	৫৫০৮.০০	-	২০.৩২%	৫৫০৮.০০	৫৫০৮.০০	৫৫০৮.০০	-	২০.৩২%
২০১১-১২	৬৯৯.৯০	৬৯৯.৯০	-	৩.৮৬%	-	-	-	-	-
২০১২-১৩	-	-	-	০.১৩%	-	-	-	-	০.১৩%
২০১৩-১৪	-	-	-		-	-	-	-	
মোট:	১৮১৫৬.৯০	১৮১৫৬.৯০	-	১০০%	১৭৪৫৭.০০	১৭৪৫৭.০০	১৭৪৫৭.০০	-	৯৬.১৪%

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প সমাপ্তি ***প্রতিবেদন*** (পিসিআর)

৩.৩ প্রকল্পের অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১৮১৫৬.৯০ লক্ষ টাকা; যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৭৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা (৯৬.১৫%)।

প্রধান অংগগুলির মধ্যে ছিল ইন্সপেকশন ফি (১০০%), মেশিনারী যন্ত্রাংশ এর প্রক্রিয়াকরণ এবং স্পেয়ারস্ ও উপাদান (৯৫.৩৬%), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ (৮৩.৬১%), মেশীনারী যন্ত্রপাতি এবং এর স্পেয়ার পার্টস্ এর উপর কাস্টমস্ ডিউটি ভ্যাট (৯১.৫১%), সিভিল ওয়ার্কস্ এর উপরে ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স (১০০%), এক্সপার্ট্রিয়েটদের জন্য ইনকাম ট্যাক্স (১০০%), নকশা এবং প্রকৌশলী (১০০%), স্থাপন এবং অপারেশন (১০০%), কমিশনিং স্টার্ট-আপ এবং পিজিটিআর (১০০%), অবকাঠামো নির্মাণের কাজে সুদ প্রদান (১০০%), বীমা সম্পন্ন করা ও অতিবাহিত করা এবং আন্ত পরিবহন (১০০%), দুর্ঘটনাজনিত মুলধন জনিত দৈবঘটনা (১০০%), সারণী: ৩.২ ।

সারণী: ৩.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	**পরিমাণ**	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	**পরিমাণ**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্বব্যয়					
১	ইন্সপেকশন ফি		১২.৯০		১২.৯০	
২	প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস	লট সেট ইউনিট সংখ্যা	১২৭৩৩.০০	৪ লট ২০ সেট ৫ ইউনিট ১৯ টি	১২১৪৩.১০	৪ লট ২০ সেট ৫ ইউনিট ১৯ টি
৩	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস		১২২১.০৭		১০২০.৯০	৮৩.৬১%
৪	ডিডি-ভ্যাট অন ট্যাক্সেজ এন্ড ভ্যাট		১২৯৫.০০		১১৮৫.০০	৯১.৫১%
৫	ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস		৮৬.৮০		৮৬.৮০	১০০%
৬	ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট	৫জন	২৮.০০		২৮.০০	১০০%
৭	ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং		৩৮২.০০		৩৮২.০০	১০০%
৮	ইরেকশন এবং ইনস্টলেশন		১৫২৮.০০		১৫২৮.০০	১০০%
৯	কমিশনিং, স্টার্টআপ এবং পিজিটি		২৫৪.৭০		২৫৪.৭০	১০০%
১০	নির্মাণকালীন সুদ		৫৮৮.৩০		৫৮৮.৩০	১০০%
১১	ইনসুরেন্স, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং ইত্যাদি		১২৭.৩০		১২৭.৩০	১০০%
১২	কন্টিনজেন্সী		১০০.০০		১০০.০০	১০০%
		সর্বমোট :	১৮১৫৬.৯		১৭৪৫৭.০	৯৬.১৫%

তথ্যসূত্র ঃ ডিপিপি, পিসিআর, TOR।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ (Procurement Process)

সরকারী ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রবিধান/আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত প্রকল্পের অংগসমুহের নমুনাভূক্ত যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত সহায়ক সকল তথ্য বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) এর বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের (প্রকল্প পরিচালকের অফিস) হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি, মালামাল ও সেবা ইত্যাদি পিপিআর অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে। প্রাক্কলন, অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও তার মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও কার্য সম্পাদন ইত্যাদি সময়মত, গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। নিম্নের সারণী-তে উক্ত প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি বিশ্লেষণ বিশদভাবে বর্ণনা তরা হলো -

ক্র নং	পর্যালোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ
১.	সম্পাদনকৃত সকল কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	১। ডিপিপি প্রণয়ন দাখিল ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) এর প্রকল্প প্রস্তাবনা ১৭/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে উহা ২২/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত ডিপিপির উপর "প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)" কর্তৃক ১৪/০১/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর পিইসি এর সিদ্ধান্ত প্রতিপালন পূর্বক ০৬/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে পূণর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যা গত ০৮/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ২। প্রকল্পের বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ। ৩। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)। ৪। মূল ডিপিপিঃ বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ০১, ২০০৭ থেকে জুন ৩০, ২০০৯। ৫। সংশোধিত ডিপিপি অর্থাৎ সর্বশেষ (২য় সংশোধিত) ডিপিপি বাস্তবায়ন কালঃ জানুয়ারী ০১, ২০০৮ থেকে জুন ৩০, ২০১৪। ৬। অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্তঃ প্রকল্প ব্যয় এর ২-টি অংশঃ (ক) বৈদেশিক মুদ্রাঃ এক্ষেত্রে অর্থ ছাড় এর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। (খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ প্রকল্প ব্যয়ের স্থানীয় মুদ্রা অংশ সম্পূর্ণ একনেকের নিজস্ব অর্থ, কাজেই ইহা এডিপি-তে দেখানো হলেও বস্তুত ইহা এডিপি খরচভূক্ত ছিলনা। একারণে, এডিপি এর আলোকে অর্থ ছাড় দেওয়ার বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প একাউন্টে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ/অবমুক্ত করা হত।
২.	ক্রয়-প্রক্রিয়াকরণ মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে পিপিআর যথার্থভাবে অনুসরণ	কর্ণফুলী পেপার মিল একটি কোম্পানী। এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে 'পরিচালনা পর্ষদ'। কোম্পানী-টিকে স্বাভাবিক ক্রয়ের পাশাপাশি সার্বক্ষণিক কিছু স্পেশাল প্রকৃতির ক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে। একারণে কর্ণফুলী পেপার মিল এর সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারের ক্রয়নীতি পিপিআর এর অনুসরণে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩.	ভূমি হুকুম দখল প্রক্রিয়া	এ প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ভূমি হুকুম দখল করা হয়নি। কাজেই বিষয়টি অত্র প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়।
৪.	ব্যংকচার্জ, কমিশন/সুদ, এল/সি, পোর্ট অবতরণ, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি	১। প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা প্রযোজ্য নয়। ২। পর্যালোচনাধীন খাতসমূহের জন্য মোট বরাদ্দ ১২৭.৩ লক্ষ, খরচ ১২৭.৩ লক্ষ টাকা
৫.	জনবল সঠিকভাবে নিয়োগ	১। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগের সংস্থান ছিল না (ডিপিপি এর সংশ্লিষ্ট পাতা: ৩) বা এর জন্য প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ে জনবল বাবদ কোন ব্যয়ও অন্তর্ভূক্ত ছিল না। ডিপিপি অনুযায়ী নিজস্ব জনবল প্রকল্প পদায়ন করত: বাস্তবায়ন করা হয়েছিল । ২। কর্ণফুলী পেপার মিল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পদায়িত করা হয়েছিল।
৬.	পেট্রোল/লুব্রিকেন্ট	১। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গাড়ী ও জ্বালানী বাবদ কোন ব্যয়ও অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
৭.	ইন্সপেকশন ফি	১। প্রকল্পের আওতায় ইন্সপেকশন কাজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে দর নির্ধারণ করার জন্য দরপত্র (আরএফকিউ) এর মাধ্যমে নির্বাচনসহ চুক্তি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ২। ক্যাটাগরিসমূহের প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণের ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে । ৩। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে । ৪। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন পক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
৮.	কমিশনিং, স্টার্টআপ এবং পিজিটি	১। পর্যালোচনাধীন খাতসমূহের জন্য মোট বরাদ্দ ২৫৪.৭ লক্ষ টাকা, খরচ ২৫৪.৭ লক্ষ টাকা ২। কমিশনিং এবং ব্লিচিং প্লান্টের পিজিটিআর স্থাপনে অনেক সময় লেগে যায়। এ কারনে কমিশনিং এবং ব্লিচিং প্লান্টের পিজিটিআর সময় মত চালু করা সম্ভব ছিল না। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একই খরচে সময় জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ৩। ক্রয়কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মধ্যে: i) Supply, Installation & Commissioning PGT of LT switch gear; ii) Installation & Commissioning PGT of LT switch gear; iii) Supply, Installation & Commissioning of DC motor; iv) Underground H. T. Cable; v) Supply, Installation & Commissioning PGTR of Distribution Switch gear;
৯.	প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারী যন্ত্রাংশ এবং স্পেয়ারস্ ও উপাদান	১। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য একটি প্যাকেজ দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। এর জন্য ০২/০৯/২০০৮, ০৪/০৯/২০০৮ ও ০১/০৯/২০০৮ তারিখে তিনটি জাতীয় পত্রিকায় (দৈনিক নয়াদিগন্ত, দি ডেইলি অবজারভার ও দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস) দরপত্র আহবাণ করা হয়েছিল। দরপত্র গ্রহণের শেষ সময় ছিল ০৩/১১/২০১১ তারিখ বেলা ১১.০০ মি: । একই দিনে বেলা ১১.১৫ টায় দরপত্র খোলা হয়, ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। ২। প্যাকেজসমূহের জন্য বাজার যাচাই বাছাই করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। ৩। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য বহি:সদস্যসহ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করেন।

		৪। ০১/০৩/২০০৯ তারিখে দরপত্র কমিটির সভা হয় এবং পরে ২৫/০৬/২০০৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের তারিখ ছিল ১৯/০১/২০১৩ এবং ঐ তারিখেই মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী দেখা যায় ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করেই এই ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় যেসকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুসরণ করা হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প শুরু হতে ২০১৩ সালে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অডিট করা হয়েছে। এতে বড় অঙ্কের টাকার ক্ষতি/অনিয়ম এর অডিট আপত্তি পাওয়া যায় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা এবং এর ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান বাজারে যে কাগজ মিল চালু আছে তার সাথে তুলনা করে কর্ণফুলী পেপার মিল এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের কাগজ বাংলাদেশের মার্কেটে সুলভ মূল্যে সাধারন মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কর্ণফুলী পেপার মিলের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৭,৩০৪ মে. টন (হ্রাস হার ৭২%)। অথচ প্রাথমিক ডিজাইন ক্যাপাসিটি ছিল ৩০,০০০ মে. টন কিন্তু বাস্তবে ২৪০০০ মে. টন কাগজ উৎপাদন করা যেত (সারণী ৫.১ ও চিত্র ৫.১)। এই প্রকল্পের অধীনে কার্যরত মিলের বর্তমান বয়স প্রায় ৬৪ বছর যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে মিলের অপারেশন কাজ চলার কারণে বর্তমানে মিলের বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিই নষ্ট ও ক্ষয় হয়ে গিয়েছে ফলে এই পেপার মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। আবার দীর্ঘ ২০ থেকে ৩০ বছর ওভার হোল্ডিং কাজ হয় নাই। এছাড়াও মিলের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষনের কাজও বিগত দশ (১০) বছর ধরে করা হয়নি, আর এই সব কারণে মিলের অপারেশনে ঘনঘন ব্রেক ডাউন হয় ফলে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। মিলটিকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। যার মধ্যে ওয়াশিং প্ল্যান্ট, পাল্প স্ক্রিনিং প্ল্যান্ট, ব্লিচিং প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, এয়ার কম্প্রেসার, অক্সিজেন সিস্টেম, পেপার মেশিন এবং বয়লার উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৫.১: বছর ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন

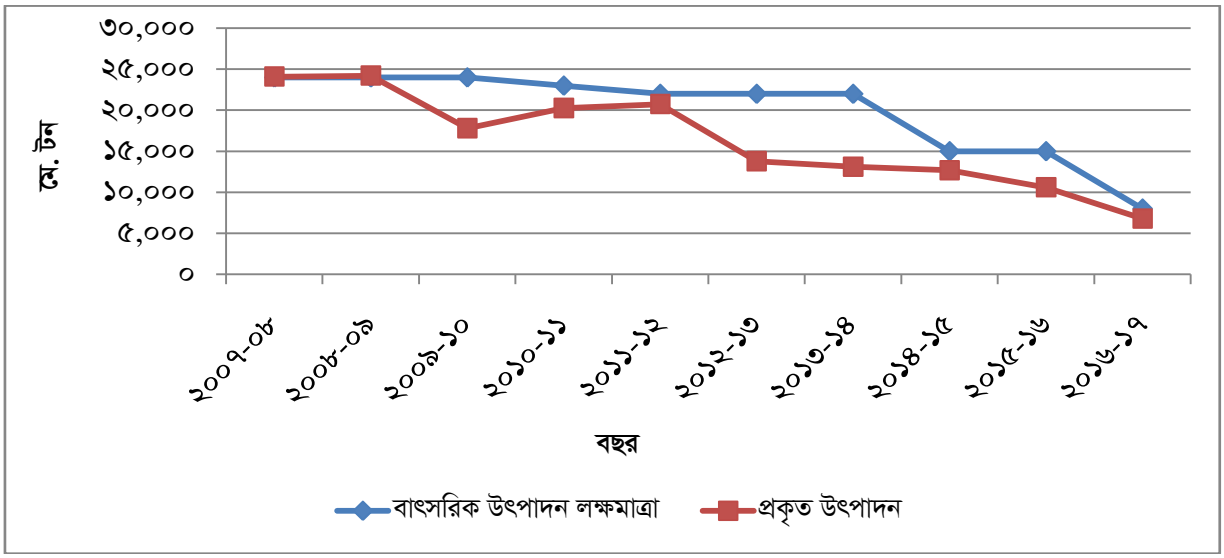

সারনী ৫.১: বছর ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন (কর্ণফুলী পেপার মিল)

ক্র. নং	বছর	মে: টন			প্রতি টন (টাকায়)			লক্ষ টাকা
		ডিজাইন ক্যাপাসিটি	বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	মাসিক গড় উৎপাদন	উৎপাদন খরচ (ক্রম)	বিক্রয় মূল্য (গড়)	লাভ/ক্ষতি (কর পূর্ব)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	২০০৭-০৮	৩০,০০০	২৪,০০০	২৪,০৮০	২,০০৭	৬৬,৮৯৩	৬৮,৫৮৩	৭০৭.৭২
০২	২০০৮-০৯	৩০,০০০	২৪,০০০	২৪,২০০	২,০১৭	৭৪,২৯৯	৭৮,৫৭৯	৬৬৯.৯৬
০৩	২০০৯-১০	৩০,০০০	২৪,০০০	১৭,৭৯৬	১,৪৮৩	৮৩,৬১৩	৭৭,১২৫	(৯৭৩.২০)
০৪	২০১০-১১	৩০,০০০	২৩,০০০	২০,২৪১	১,৬৮৭	৯৪,৮৬৬	৮৬,২০৪	(১৩৪৪.৮৩)
০৫	২০১১-১২	৩০,০০০	২২,০০০	২০,৭৪১	১,৭২৮	৯৩,৯৯৯	৮৬,০৯৩	(৩৪১.৪৩)
০৬	২০১২-১৩	৩০,০০০	২২,০০০	১৩,৭৭৫	১,১৪৮	১,২৯,০৫৯	৮৫,০৭৪	(৪৭৪৩.৯৫)
০৭	২০১৩-১৪	৩০,০০০	২২,০০০	১৩,০৯৮	১,০৯১	১,৪৪,২৩৭	৮৪,৮৭২	(৬৭৬৬.০৭)
০৮	২০১৪-১৫	৩০,০০০	১৫,০০০	১২,৬৭১	১,০৫৬	১,৩৭,২৩২	৮৩,৩৩৫	(৭০৬৩.৫১)
০৯	২০১৫-১৬	৩০,০০০	১৫,০০০	১০,৫৮১	৮৮২	১,৪৯,০৫৩	৮৫,২৫৮	(৭৪২৮.৫৬)
১০	২০১৬-১৭	৩০,০০০	৮,০০০	৬,৭৭৬	৫৬৫	১,৮৪,১৩৩	৮৬০২৪	(৬২২৫.২৪)
১০ বছরের গড়		৩০,০০০	১৯৯০০	১৬৩৯৬	১৩৬৬	১,১৫,৭৩৮	৮২,১১৫	(৩৭১০.৯১)

তথ্যসূত্র ঃ পিসিআর।

সারনী ৫.১: বছর ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন (অন্যান্য পেপার মিলস)

ক্র নং	পেপার মিলের নাম	উৎপাদন (সংবাদ) টিপিডি	উৎপাদন (হোয়াইট পেপার) টিপিডি	উৎপাদন (প্রিন্টিং পেপার) টিপিডি	উৎপাদন (অফসেট পেপার) টিপিডি	উৎপাদন (সংবাদ) মে. ট. প্রতি বছর	উৎপাদন (হোয়াইট পেপার) মে. ট. প্রতি বছর	উৎপাদন (প্রিন্টিং পেপার) মে. ট. প্রতি বছর	উৎপাদন (অফসেট পেপার) মে. ট. প্রতি বছর
১	মোস্তফা পেপার মিল	৭৮	৯০			২৫,০০০	২৭,৭৫০		
২	বিসিএল পেপার মিল	৩৮	৪৫			১২,০০০	১৪,৪০০		
৩	আম্বিয়া পেপার মিল	৩৮	৪৫			১২,০০০	১৪,৪০০		
৪	আল-নূর পেপার মিল	১০০	১২০			৩২,০০০	৩৮,৪০০		
৫	ইকো পেপার মিল	৭০	৮০.৫			১৮,৫০০	২১,৫০০০		
৬	ক্যাপিটাল পেপার মিল	৯০	১০৩		১২২	২৭,০০০	৩১,০০০		৩৬,৬০০
৭	পূর্বাচল পেপার মিল	৩০		৩০		৯,০০০		৯,০০০	
৮	বেসিক পেপার মিল			৪৫				১৩,৫০০	
৯	এমইবি পেপার মিল	১০০		১০০		৩০,০০০		৩০,০০০	
১০	ফ্রেশ পেপার মিল			১০০	১০০			৩০,০০০	৩০,০০০
১১	নিটোল পেপার মিল			৭০	৭০			২১,০০০	২১,০০০
১২	পার্টেক্স পেপার মিল			৬০	৬০			১৪,০০০	১৪,০০০
১৩	ক্রিয়েটিভ পেপার মিল			৪০	৪০			১২,০০০	১২,০০০
১৪	পেপার টেক পেপার মিল			৪০	৪০			১২,০০০	১২,০০০
১৫	বসুন্ধরা মাল্টি			২০০	২০০			৬০,০০০	৬০,০০০

সারনী ৫.২ থেকে দেখা যায় যে, কর্ণফুলী পেপার মিল এর দেনার পরিমাণ ৭৪৯.২৬ টাকা। যার মধ্যে মোট দীর্ঘ মেয়াদী দেনার পনিমাণ ৭৯.৯২ কোটি টাকা এবং চলতি দেনার পরিমাণ ৪৯৪.৫৪ টাকা।

সারনী ৫.২: কর্ণফুলী পেপার মিল এর দায় ও দেনার পরিমাণ

ক্র. নং	বিবরন	(লক্ষ টাকায়) টাকা
	দীর্ঘ মেয়াদী দায়	
ক.	সুদবিহীন সরকারী ঋণ	৫৭,১০০
খ.	সরকারী বিএমআর	১৩৬৩৪.০১
গ.	ডিবেঞ্চার ঋণ	১১২২.৮১
ঘ.	অন-উৎপাদনখাতে ঋণ (এডিপি)	১৩০৫.০০
ঙ.	সিইউএফএল ঋণ	৮৪৫.৬২
চ.	গ্র্যাচুইটি ব্যয়	৭৯৯২.৬৮
	উপ-মোট:-	**২৫৪৭১.১২**
	চলতি দেনা	
ক.	সরবরাহকারীদের দেনা	২১৩৮১.০৭
খ.	বিসিআইসি দেনা	২৪৫৩৪.১৪
গ.	আন্তঃপ্রকল্প খাতে দেনা	২৬১৫.৬১
ঘ.	ক্যাশ ক্রেডিট	৩৮০.১০
ঙ.	পে-কমিশনের বকেয়া	১৫৪.০০
চ.	বকেয়া বেতন (ফেব্রুয়ারী ১৮ এবং মার্চ ১৮)	৩৯০.০০
	উপ-মোট:-	**৪৯৪৫৪.৯২**
	সর্বমোট:-	**৭৪৯২৬.০৪**

৫.২ বিসিআইসি থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গঠনকৃত কমিটির এবং বিগত ৬/১১/২০১৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত বিসিআইসি বোর্ডের ১৬৯০ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্ণফুলী পেপার মিল-কে ১৩৬.০৮ কোটি টাকা বিনা সুদে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তবে উক্ত সভায় পাশ হওয়া মোট ১৩৬.০৮ কোটি টাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৪.০৮ কোটি টাকা কর্ণফুলী পেপার মিল-কে পরিশোধ করা হয়েছে।

৫.৩ উৎপাদিত পণ্য ও কাচামাল

কর্ণফুলী পেপার মিল এর মূল এবং প্রধান উৎপাদকৃত পণ্য হচ্ছে কাগজ এবং কাগজজাত দ্রব্য।

৫.৪ কোম্পানীর লোকবল

কোম্পানীর অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল ২৩৭৬ জন। কিন্তু বাস্তবে সর্বমোট ১০২১ জন কর্মচারী এবং কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। কর্মরত লোকবলের মধ্যে ৫১৫ জন কর্মকর্তা স্থায়ী, ২৮৬ জন কর্মকর্তা অস্থায়ী হিসাবে কাজ করছেন ও ৯৪ জন কর্মকর্তা কোম্পানীর মাষ্টার রোল প্লে করছেন। এ ছাড়া ৫২ জন পে অফ এবং ৭৪ জন আনসার ভিডিপি।

৫.৫ প্রকল্পের লোকসান ও তার কারণ

এই প্রকল্পের অধীনে কার্যরত মিলটির পণ্যের উৎপাদন খরচ:- ১,৩৬,৭৩৭/- টাকা (মোট উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল) এবং উৎপাদিত পণ্যের গড় বিক্রয়মূল্য:- ৯৫,০০০ টাকা। কার্যরত মিলটি দীর্ঘদিন ধরে চলার কারণে উৎপাদন ক্ষমতা

ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও মিলের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজও বিগত দশ (১০) বছর ধরে করা হয়নি, আর এই সব কারণে মিলের অপারেশনে ঘনঘন ব্রেক ডাউন হয় ফলে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা কমে এসেছে। মুল্যস্তরের উর্ধগতি তথা আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি, বিভিন্ন সময়ে অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, একাধিক পে কমিশন এবং মজুরি কমিশন এর বাস্তবায়ন, বিভিন্ন কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাগজের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ায় কারখানার লোকসানের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাজারে বিদ্যমান আধুনিক প্রতিযোগি পেপার মিল (বসুন্ধরা পেপার মিল, এস এ পেপার মিল, টি কে পেপার মিল, শাহজালাল পেপার মিল, আম্বর পেপার মিল, মোস্তফা পেপার মিল, পার্ল পেপার মিল, বিবিধ প্রায় ৮০ টি পেপার মিল) থাকাও প্রকল্প মিলের কাগজের চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ।

৫.৬ গৃহীত পরিকল্পনা

১) বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সমস্ত কাগজ কলে বা পেপার মিলে পাল্প এর বিকল্প হিসাবে পুরাতন কাগজ রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন কাগজের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে ছাপা এবং লিখার কাগজ। ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে পুরাতন ছাপা এবং লেখা কাগজের কালি অপসারণের মাধ্যমে রিসাইকেল্ড ফাইবার সংগ্রহ করা হয়। কর্ণফুলী পেপার মিলের ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট না থাকায় এই কর্ণফুলী পেপার মিলে পুরাতন কাগজ থেকে কালী অপসারণ করা যাচ্ছেনা। ফলে এই পেপার মিলে উৎপাদনের জন্য কাঙ্খিত পরিমাণে পুরাতন কাগজ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আর কর্ণফুলী পেপার মিলের অধীনে অধিক পরিমাণে কাগজ উৎপাদনের এবং পুরাতন কাগজ ব্যবহার করে উপর্যুপরি এই মিলের উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য এখানে বর্তমানে একটি ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া অতিব জরুরী হয়ে পরেছে। এই লক্ষ্যে উক্ত পেপার মিলে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন করা হবে। আর এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্বল্পমূল্যের পুরাতন কাগজ ব্যবহার করে এই মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে এর লোকসানের পরিমাণ অনেক হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

২) ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মিটার সাইড উন্নতিকরণের জন্য ২ টি ট্রিপল ডিস্ক রিফাইনার ক্রয় এবং স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে কেপিএম এর কাগজের বিটিং ও ফরমেশনসহ মেশিনের স্পিড বাড়ানো যাবে এবং এই মিলের উৎপাদনের পরিমাণ আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

৩) ১.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিষ্ট রোল (২ পিস), তারের রোল (১০ পিস) টেবিল রোল (২০ পিস) দ্বিতীয় প্রেস বটম রোল (২ পিস) ক্রয় এবং প্রতিস্থাপন করা হবে। এতে করে জালের (wire) কার্যকর আয়ু বৃদ্ধি পাবে, অপারেশনের সময় মেশিনের হঠাৎ ব্রেক ডাউন হ্রাস পাবে এবং মেশিনের কার্যক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

৪) প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুপার ক্যালেন্ডার ড্রাইভ ক্রয় ও স্থাপন এবং ৩য় প্রেস পূণ:স্থাপন করা হবে। এতে করে মিলের উৎপাদিত কাগজের মসৃণতা বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক মূল্যেও অফসেট কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। আর এই মিলে অফসেট কাগজ উৎপাদন করা আরম্ভ হলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

৫) প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় ব্লিচ কেমিক্যাল প্ল্যান্ট এ ট্যাংক, মটর এবং পাম্প স্থাপন করা হবে। এতে করে ব্লিচ কেমিক্যাল এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, প্ল্যান্ট এর হঠাৎ হঠাৎ অপারেশনে ব্রেকডাউন বন্ধ হবে এবং ব্লিচড পাল্প উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি সহ এর উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে। ফলে আমাদেরকে বিদেশ থেকে কম পরিমাণে বা আর একেবারেই পাল্প আমদানী করতে হবে না।

৬) এছাড়াও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে করে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ক্লোরিনের খরচ কম হবে বলে উৎপাদনের খরচ হ্রাস পাবে।

৭) ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্সট্রুমেন্টাল ভাল্‌ভ এবং স্কেয়ার মোটর পাম্প (ব্লিচিং টাওয়ার এর জন্য) ক্রয় করা হবে। এতে করে মিলের উৎপাদন এবং অপারেশন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখা যাবে বলে মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রেকডাউন কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৮) ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কেয়ার মোটর যার সাথে স্ট্রাটার থাকবে (২০ পিস) এবং বিটার হাউস এর জন্য, পেপার মেশিন, ওয়াশিং, রিকোভারী প্ল্যান্ট ইত্যাদি ক্রয় করা হবে। এর ফলে মিলের উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালানো সম্ভব হবে এবং কেপিএম এর উৎপাদনশীলতার হার বেড়ে যাবে।

৯) ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনভার্টার (বিভিন্ন আকারের) ক্রয় করা হবে। এতে করে মিলের উৎপাদন এবং অপারেশন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখা যাবে বলে মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রেকডাউন কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

১০) প্রকল্পের নিজস্ব পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হবে এতে করে মিলের উৎপাদন এবং অপারেশন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখা যাবে বলে মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রেকডাউন কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

১১) ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এল-টি এবং এইচ-টি সুইচ গিয়ার ক্রয় করা হবে। ফলে এতে করে মিলের উৎপাদন এবং অপারেশন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখা যাবে বলে মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রেকডাউন কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

১২) ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ টি এয়ার কুলার যা কিনা পেপার মেশিন কন্ট্রোল রুমের জন্য ক্রয় করা হবে। আর এই মেশিন এর কুলার ক্রয় করা হলে মিলের মেশিন সব সময় অপারেশনে সচল থাকবে এবং এতে করে মিলের উৎপাদন এবং অপারেশন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখা যাবে বলে মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রেকডাউন কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের লাভ ক্ষতির বিবরন (অক্টোবর ১৬ থেকে সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত মাসিক লাভ বা মাসিক ক্ষতির বিবরন নিম্নে দেওয়া হলো)

ক্র: নং	মাস	নেট উৎপাদন (মে:টন)	বিক্রয় (মে: টন)	মোট আয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	লাভ/ ক্ষতি (লক্ষ টাকা)
১	অক্টোবর- ১৬	৪৫০	৪৫০	৪০১.৮৭	১১৬০.৬৫	(৭৫৮.৭৮)
২	নভেম্বর- ১৬	৫০০	৫১৯	৪৫১.৫৩	১১৭২.৮৩	(৭২১.৩০)
৩	ডিসেম্বর-১৬	১৯৭	১৩৪	১২৩.০০	৮১৪.৫৩	(৬৯১.৫৩)
৪	জানুয়ারী - ১৭	৫২৯	৬৩৬	৫৫৬.১২	১২৩৯.১৭	(৬৮৩.০৫)
৫	ফেব্রয়ারী - ১৭	২৫৭	২২১	১৯১.২৭	৭৮৭.৪৪	(৫৯৬.১৭)
৬	মার্চ - ১৭	৩৪৮	৩০২	২৬৩.৯০	৮৩৩.৯৫	(৫১২.০৫)
৭	এপ্রিল - ১৭	৪৩৯	৩১৬	২৫৫.১২	৬৫৪.৩২	(৩৯৯.২০)
৮	মে - ১৭	৪০৫	৩৬০	২৯৬.৯৬	৫৯৪.৮৫	(২৯৭.৮৯)
৯	জুন - ১৭	৩৫৬	১৯৭	১০৭৩.৪৭	৪১১.৩৫	(২৩৭.৮৮)
১০	জুলাই - ১৭	৪৫৮	৬৬৪	৬২৮.০৫	৮১৯.৭৪	(১৯১.৬৯)
১১	আগষ্ট - ১৭	৫২৮	৪২৪	৩৯৭.২৮	৫৮৫.৫০	(১৮৮.২২)
১২	সেপ্টেম্বর - ১৭	৪৪৮	৩৯১	৩৬৬.৬৪	৫৫৪.১১	(১৮৭.৪৭)

৫.৭ বিগত ১ বছরের কার্যক্রম ও প্রকল্পের প্রভাব পর্যালোচনা

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসের হিসাবে দেখা যায় কারখানার গড় লোকসানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭.০ কোটি টাকা। বর্তমানে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কারখানার গড় ব্যয় কমিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাধ্যমসমুহের মধ্যে উচ্চ বেতনভোগী কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৩০০ জন, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের বিসিআইসির অন্যান্য শিল্প কারখানায় বদলী, অধিকাংশ শ্রমিকদের ভাতা প্রদান বন্ধ, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, স্টোর হ্যান্ডেলিং এর খরচ সাশ্রয়, বকেয়া দোকান ভাড়া আদায়, আনসার ও দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক হ্রাস, পরিবহন খরচ হ্রাস, অতিথি ভবনের খরচ হ্রাস এবং জনবল সুষমকরণ ইত্যাদি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বর্তমানে মাসিক লোকসানের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ২.০০ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিসিআইসি থেকে অনুমোদিত ১৩৬.০৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা থেকে এই পর্যন্ত ৩৪.৮০ কোটি টাকা থেকে বিভিন্ন সরবরাহকারীদের পাওনা টাকা থেকে পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১০১.২৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হলে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ক্রয় এবং সল্প পরিসরে বিভিন্ন মেরামত কাজ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের পাওনা টাকা এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান এবং বকেয়া দায়-দেনা প্রদান করা সম্ভব হবে। এর ফলে কারখানার উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, কারখানার সার্বিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে এবং এই মিলের উৎপাদন ব্রেক-ইভেন-পয়েন্ট এ উপনীত করা সম্ভব হবে।

৫.৮ ব্যবসায়িকভাবে সফল করতে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের মার্কেটে বাৎসরিক কাগজের চাহিদার পরিমাণ আনুমানিক ১৫/১৬ লক্ষ মে: টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মোট উৎপাদিত কাগজের পরিমাণ ১০/১২ লক্ষ মে: টন। অবশিষ্ট কাগজ দেশের বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। যার ফলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এমতাবস্থায় কর্ণফুলী পেপার মিলের পাশেই অবস্থিত বন্ধকৃত কর্ণফুলী রেয়ন মিলে যাতায়াতের রাস্তা, পানির লাইন এবং বৈদ্যুতিক লাইনসহ পুর্ণাঙ্গ অবকাঠামো বিদ্যমান থাকায় কাগজের চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে বন্ধ কেআরসির পরিত্যক্ত জায়গায় বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি পেপার মিল স্থাপন করা যেতে পারে।

৫.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	ব্যর্থ হলে কারন (যদি থাকে)
কর্ণফুলী পেপার মিল এর আসল উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রতি বছর ৩০,০০০ মে.টন এবং এই উৎপাদনকে বছরের পর বছর ধরে রাখা	ক. অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে প্রায় সকল যন্ত্রাংশ ও স্কেয়ার পার্টস প্রতিস্থাপনের পর কারখানা সম্পুর্ন ১০০ শতাংশ লোড নিয়ে চলতে পারেনা, কারণ প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অপ্রতুলতা এবং যন্ত্রপাতির আয়ুস্কাল বেশী হওয়ায় যন্ত্রপাতির কা র্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। যতক্ষন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কারখানায় না আসে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এর অর্জন হিসেব করে বলা সম্ভব না। যদি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে এটা বলা যায় যে প্রত্যাশা অনুসারে কেপিএম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।	প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা হ্রাস
পেপারের উজ্জলতা এবং এর মান উন্নয়ন এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৮ জিই ডিগ্রি থেকে ৮৬.৫ ডিগ্রি জিই	খ. সম্পুর্নভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

সুবিধাভোগী পর্যায়ে সরাসরি সাক্ষাৎকার, পরিচালক/ব্যবস্থাপক ও সরাসরি সেবাপ্রদানকারীদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে সংগৃহীত তথ্য ও মতামত এবং প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র (পিসিআর, ডিপিপি ইত্যাদি) বিশ্লেষণ-এর মাধ্যমে SWOT Analysis করা হয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৬.১ প্রকল্পের সবল (Strength) দিকসমূহ:

⇒ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্নফুলী পেপার মিলটি **চালু** রাখা সম্ভব হয়েছে।
⇒ ইনফ্রাস্ট্রাকচার (স্থাপনা কাঠামো) ও দক্ষ জনবল বিদ্যমান
⇒ কারখানার নিজস্ব পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে।
⇒ প্রকল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য কর্নফুলী পেপার মিলের প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ১,২৭,০০০ একর বনভূমি রয়েছে।
⇒ প্রকল্পের পাল্প উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে।

৬.২ প্রকল্পের দুর্বল (Weakness) দিকসমূহ:

⇒ প্রয়োজনমত কাঁচামালের অপ্রতুলতা থাকায় প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুসারে উৎপাদন অর্জন সম্ভব হচ্ছেনা।
⇒ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছে।
⇒ অপারেশনে হঠাৎ হঠাৎ করে ব্রেকডাউন হওয়া।
⇒ পুরাতন ও সনাতন যন্ত্রপাতি বর্তমানে মেরামতযোগ্য নয় বলে এসমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।
⇒ ব্লিচিং প্লান্ট অকেজো থাকার কারনে অন্যান্য প্লান্ট কাজ করে না ফলে কাগজের ব্রাইটনেস আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছেনা।
⇒ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় নতুন করে প্রয়োজনীয় আরো প্ল্যান্ট স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
⇒ নিজস্ব প্ল্যান্টগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব।
⇒ প্রকল্পের আওতায় ইটিপি এর ব্যবস্থা করা হয়নি।
⇒ কাগজের উজ্জলতা আশানুরুপ বৃদ্ধি করা যায় নাই।
⇒ নিজস্ব ডি-ইংকিং প্ল্যান্ট নাই

৬.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunit):

⇒ কর্ণফুলি পেপার মিলটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল পরিবহনের সুযোগ বিদ্যমান;
⇒ মিলটি যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত সেহেতু কাঁচামাল উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে;
⇒ অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব;
⇒ চাহিদা অনুযায়ী বাজারে কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব;
⇒ সরকারী অফিস- আদালতে কাগজ বিতরণ করা সরকারের জন্য আরো সহজ হবে।
⇒ সরকারী প্রেসের কাজে ব্যাপকভাবে সহায়তা প্রদান করবে। এখনও বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী ও নির্বাচন কমিশনের কাজে কর্ণফুলি পেপার মিল তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করে থাকেন।

৬.৪ প্রকল্পের ঝুঁকি সমূহ (Threat):

⇒ প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে এলাকার লোকজনদের চাকুরী হারাতে হবে। ফলে এলাকার স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাবে।

⇒ কারখানার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে অশেপাশের সরবরাহকারীদের ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।

⇒ কাগজ উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বেশী পড়ছে ।

⇒ বাজারে প্রচলিত অন্যান্য পেপার মিলের কাগজের মান কর্ণফুলি পেপার মিলের কাগজের মানের তূলনায় উন্নত।

⇒ প্রাকৃতিক গ্যাসের ও বিদ্যুৎ এর অপরিকল্পিত মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ আরও বেড়ে যেতে পারে।

⇒ বন্দর থেকে দূরে হওয়ায় মালামাল বাজারজাতকরণে সমস্যা রয়েছে।

⇒ স্থানীয় পর্যায়ে কাঁচামালের সল্পতা হলে মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুকি আছে।

সপ্তম অধ্যায়
সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ

ক) পরিমাণগত উপাত্তের বিশ্লেষণ

বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলী পেপার মিল) এর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য ১৭ জন বেনিফিসিয়ারী (কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা) এবং ১০ জন নন-বেনিফিসিয়ারী (অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা) উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বেনিফিসিয়ারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মূদ্রণ অফিস, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, বুয়েট, ঢাকা কলেজ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গণপূর্ত বিভাগ, তিতুমীর কলেজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এন সি টি বি, শিক্ষা অধিদপ্তর, এবং টিচার ট্রেনিং কলেজ। নন-বেনিফিসিয়ারী উত্তরদাতার মধ্যে ছিল ইফসুফ এন্টারপ্রাইজ, তাজ মলার স্টোর, লুকাস ট্রেডিং করপোরেশন, সৈকত এন্টারপ্রাইজ, টিচার ট্রেনিং কলেজ, সাব্বির এন্টারপ্রাইজ, এভারগ্রিন পেপার হাউজ, তিতাস ট্রেডাস, সাদ্দাম পেপার হাউজ এবং সোহাগ ট্রেডিং।

৭.১ উত্তরদাতার ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী নমুনা বিন্যাস

সারণী- ৭.১ হতে দেখা যায়, মোট ১৭ জন বেনিফিসিয়ারী উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭ জন (১০০%) ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করেন না। অনুরূপভাবে নন-বেনিফিসিয়ারী ১০ জন উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০ জন (১০০%) ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহারকারী ।

সারণী ৭.১: ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী উত্তরদাতাদের নমুনা বিন্যাস

ট্রেড লাইসেন্স আছে	কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
হ্যাঁ	০	০.০	১০	১০০.০
না	১৭	১০০.০	০	০.০
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

৭.২ উত্তরদাতাদের কাগজের চাহিদা অনুযায়ী বিন্যাস

সারণী ৭.২: তে দেখা যায়, উত্তরদাতা বেনিফিসিয়ারী প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী কাগজ পান শতকরা ৫.৯ ভাগ প্রতিষ্ঠানএবং এ হার নন-বেনিফিসিয়ারী (১০০%) প্রতিষ্ঠানএর তুলনায় অনেক কম(৫.৯% এবং ১০০%)।

সারণী ৭.২:কাগজের চাহিদা অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বিন্যাস

উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী কাগজ পান	কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
হ্যাঁ	১	৫.৯	১০	১০০.০
না	১৬	৯৪.১	০	০
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

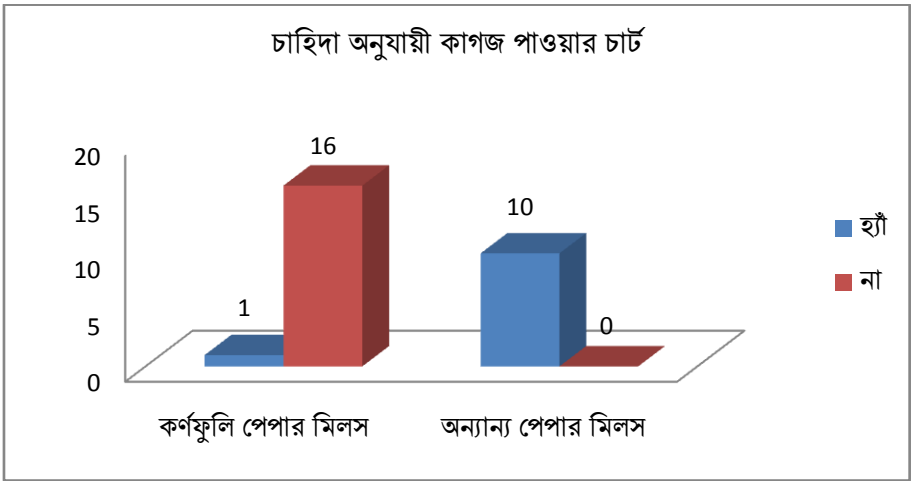

৭.৩ মিল থেকে কাগজ পেতে/তুলতে সমস্যার অবস্থা বিশ্লেষণ

সারণী ৭.৩: তে দেখা যায়, কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে শতকরা ৬৪.৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজ পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা স্বীকার করেন। অন্যদিকে, নন-বেনিফিসিয়ারী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজ পেতে অসুবিধা না হওয়ার কথা বলেন।

সারণী ৭.৩: কাগজের চাহিদা অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বিন্যাস

কাগজ পেতে অসুবিধা হয়	কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
অসুবিধা হয়	১১	৬৪.৭	০	০.০
অসুবিধা হয়না	৬	৩৫.৩	১০	১০০.০
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

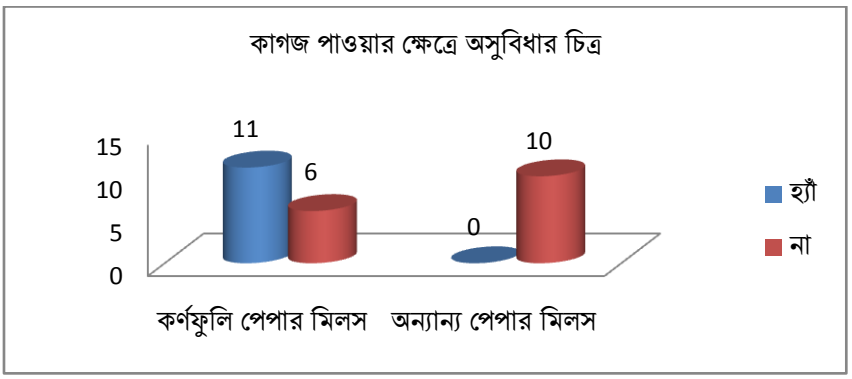

৭.৪ উৎপাদিত কাগজ-এর মানের অবস্থা বিশ্লেষণ

সারণী ৭.৪: তে দেখা যায়, কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে শতকরা মাত্র ২৯.৪ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজের মান ভাল ও খুব ভাল হওয়ার কথা স্বীকার করেন। অন্যদিকে, নন-বেনিফিসিয়ারী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে শতকরা ৬০.০ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজের মান ভাল ও খুব ভাল হওয়ার কথা স্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে দুটি গ্রুপের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

সারণী ৭.৪:কাগজ-এর মানের অবস্থা অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বিন্যাস

কাগজ-এর মান	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি: এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিলস্ লি: এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
খুব ভাল	২	১১.৮	২	২০.০
ভাল	৩	১৭.৬	৪	৪০.০
মোটামুটি	৫	২৯.৪	৪	৪০.০
খারাপ	৬	৩৫.৩		
খুব খারাপ	১	৫.৯		
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

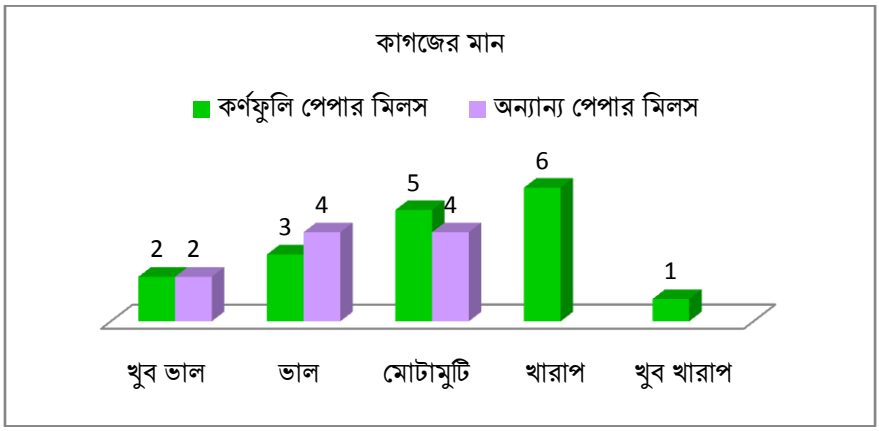

৭.৫ উৎপাদিত কাগজ-এর চাহিদা পরিমান বিশ্লেষণ

সারণী ৭.৫: তে দেখা যায়, কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে শতকরা মাত্র ৪৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজের চাহিদা বেশী ও খুব বেশী হওয়ার কথা স্বীকার করেন। অন্যদিকে, নন-বেনিফিসিয়ারী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা শতকরা ৬০.০ ভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়কৃত কাগজের চাহিদা বেশী ও খুব বেশী হওয়ার কথা স্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে দুটি গ্রুপের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

সারণী ৭.৫: উৎপাদিত কাগজের চাহিদার পরিমাণ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বিন্যাস

কাগজ-এর চাহিদা	কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
খুব বেশী	৫	২৯.৪	১	১০
বেশী	৩	১৭.৬	৫	৫০
মোটামুটি	৬	৩৫.৪	৪	৪০
কম	৩	১৭.৬	০	০
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

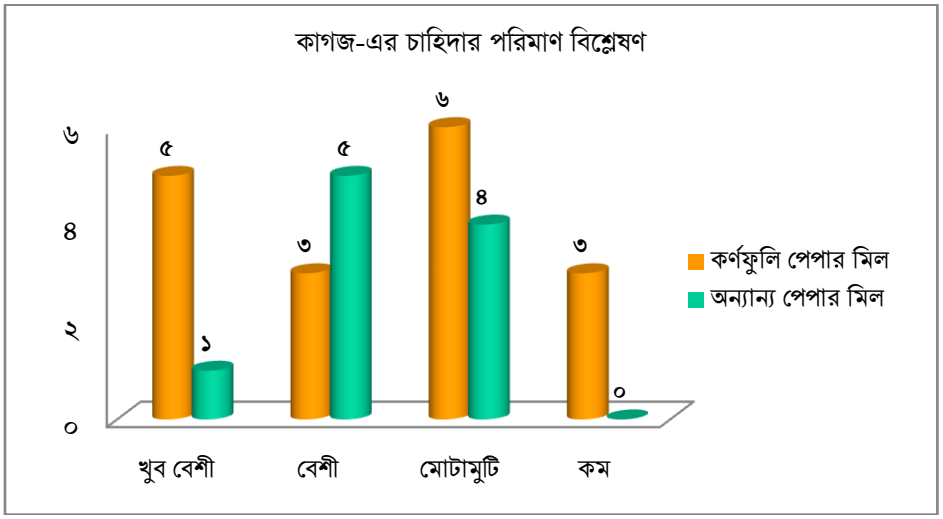

৭.৬ প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী কাগজের ব্যবহার

সারণী ৭.৬: এর ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতার মধ্যে কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে মতামত পরিলক্ষিত হয়।যথা: বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা, প্রকাশনা, অফিস-আদালত ও সরকারী প্রতিষ্ঠান। কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে বেশী ব্যবহার হয় (৮৬%) অথচ অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৩০% উত্তরদাতা মনে করেন। এ ক্ষেত্রে দুটি গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণী ৭.৬: প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী কাগজের ব্যবহার ও উত্তরদাতাদের বিন্যাস

কাগজ-এর চাহিদা	কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা		অন্যান্য পেপার মিল এর কাগজ ক্রেতা	
	মোট নমুনা	%	**মোট নমুনা**	%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৩	৮৬.৭	৩	৩০.০
ছাপাখানা	৬	৪০.০	৯	৯০.০
প্রকাশনা	৭	৪৬.৭	৬	৬০.০
অফিস-আদালত	৫	৩৩.৩	৬	৬০.০
সরকারী প্রতিষ্ঠান	৬	৪০	১	১০.০
মোট	১৭	১০০.০	১০	১০০.০

খ) গুনগত উপাত্ত বিশ্লেষণ:

৭.৭ দলীয় আলোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্ণফুলী পেপার মিল এর উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের কাজ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিএমআর অফ কর্ণফুলী পেপার মিল এর বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৬ এর উপরে কিছু গাইড লাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বা প্রকল্পের কাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আলোচনা পর্ব সম্পন্ন করা হয়েছে।

কর্ণফুলী পেপার মিল এর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সাথে মোট ২টি দলগত আলোচনা করা হয়েছে। এ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে একটা ফলপ্রসু আলোচনা করা হয়। দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের নানা সমস্যা, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সমাজের বা পরিবেশের

কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা তা এই প্রকল্পের প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যকার আলোচনা থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে। এই আলোচনা চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের বিভিন্ন শ্রেনীর শ্রমিকবৃন্দ এবং মিলের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সকলের বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ছিল। সবার উপস্থিতিতে এই আলোচনায় শ্রমিকবৃন্দের মধ্যে মূখ্য ভুমিকা পালন করেছিলেন মো: আব্দুল রাজ্জাক, মো: সাইদুল হক, মো: এমরান হোসেন, মো: সাঈদ উল্লাহ, মো: সাজেদুল ইসলাম এবং মো: আনিছুর রহমান। এছাড়াও মিলের কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা প্রধান ভুমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বপন কুমার সরকার (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), মো: তসলীম পাটোয়ারী (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট), মো: দেলোয়ার হোসাইন (হিসাব রক্ষক), রুপম বড়ুয়া (রসায়নবিদ) এবং মো: ইব্রাহিম খলীল (নির্বাহী প্রকৌশলী)। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং এর সুফল ও কুফল পর্যবেক্ষণে এই ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখেছে। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের মূল উপাদানগুলোর বর্তমান অবস্থা ও প্রকল্পকে টেকসই ও কার্যকর করার জন্য তাদের মতামত নিচে আলোচনা করা হল।

বিএমআর অফ কেপিএম (কর্ণফুলী পেপার মিল) প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রভাব সম্পর্কে মতামতের জবাবে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীবৃন্দ মনে করেন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে টারবাইন চালু হয়েছে। যদিও এসআর বয়লারের কাজ শেষ হয়েছে । কিন্তু এসআর বয়লার উৎপাদনে ফিরে আসে নি। আবার এই প্রকল্পের আওতায় যেসমস্ত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই যন্ত্রপাতিগুলো এখনো চালু না করায় কারখানার উৎপাদনের পরিমান এখনও পর্যন্ত পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে চালু করা হলে মিলের আউটপুট ভাল হবে বলে কারখানার শ্রমিকবৃন্দ দাবী করেন। তাদের এই আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে একটা সম্মক ধারনা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ শ্রমিক ও কর্মচারী মনে করেন মিলটি প্রতিস্থাপন করলে ভাল হবে।

অন্যদিকে এই একই প্রশ্নের জবাবে কারখানার উর্ধতন কর্মকর্তাগণ যে উত্তর প্রদান করেন তা এই প্রকল্পের কাজের ধারাবাহিকতা এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। তাঁদের মতে প্রকল্পের কাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত এসআর বয়লারের কাজ শেষ হয়েছে, এছাড়াও লাইন ক্লিয়ার করা হয়েছে, কষ্টি সাইজিং এবং প্ল্যান্টের কাজ করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের কাজ হওয়ার পরেও এখনও কারখানায় প্রতিস্থাপিত যন্ত্রপাতিগুলো চালু করা হয়নি। তবে যন্ত্রপাতিগুলো চালু হওয়ার পরে কারখানার প্রকৃত আউটপুট পাওয়া যাবে বলে কর্মকর্তাদের অভিমত। আরো কিছু মতামতের ভিতরে উল্লেখযোগ্য মতামত হলো, এসআর বয়লারের রিনোভিশনের কাজ শেষ হয়েছে, প্রকল্পের গঠনগত অবনতি থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হয়েছে তবে এত কিছুর পরেও প্রকল্পের যন্ত্রপাতিগুলো ফিজিক্যালী চালু হওয়ার পরে এসআর বয়লার, পাল্প মিল ও কষ্টিক সাইজিং চালু করা হবে। আর এইগুলো যখন সঠিকভাবে চালু হবে তখন এই কারখানায় যথাযথভাবে কাগজ উৎপাদনের কাজ শুরু হবে।

এর পরের প্রশ্নের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি: এর বর্তমান কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের মতামত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কারখানার কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিগণ তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন যা ছিল, প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবার পরেও প্রকল্পের কাজ প্রায় বন্ধই কারন আগে যেখানে এই পেপার মিলে প্রতিদিন কাগজ উৎপাদন করা হত প্রায় ১০০ টন সেখানে বর্তমানে এই কারখানায় প্রতিদিন গড়ে কাগজ উৎপাদন করা হচ্ছে মাত্র ৫-৬ টন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তারা বলেন কর্তৃপক্ষ যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব অন্যথায় শুধু শুধু অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে।

আবার সেই প্রশ্ন কারখানার শ্রমিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই কারখানার উৎপাদন এখন প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে কারন এই কারখানায় এখন প্রতিদিন গড়ে কাগজ উৎপাদন করা হয় মাত্র ৪-৫ টন। আবার এই প্রকল্পের কাজ যেভাবে সম্পন্ন করার কথা ছিল যথাযথ কর্তৃপক্ষ সেই কাজ সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এটা সত্য যে প্রকল্পের কাজ বর্তমানে আগের তুলনায় একেবারেই নেই বললেই চলে। যথাসময়ে যদি

কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনের দিকে এগুতে না পারে তাহলে সামনের দিনে এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে বৈ বৃদ্ধি পাবেনা।

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের ভিতরে কারখানার শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার মাঝে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ বা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাগণ এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজের সাথে তাদের জানামতে কেউ জড়িত ছিল কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে মিলের শ্রমিকবৃন্দ একত্রে বলেন যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবার পরেও এই এলাকার স্থানীয় লোকজন তেমন কোন কাজের সুযোগ পায়নি তবে কাজ চলাকালীন সময়ে স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে কেউ কেউ লেবার বা দিনমজুর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু এলাকার কোন লোকজনদের এই কারখানায় চাকুরী দেওয়া হয়নি। আবার এই প্রকল্পের কর্মকান্ড চলাকলীন সময়ে প্রকল্পের কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ততা দেখা যায়নি কারন প্রকল্পের কাজে মহিলাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি।

ঠিক একইভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে কারখানার উর্ধতন কর্মকর্তাগণ বলেন যে এই প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে এলাকার কোন সাধারন জনগণকে কাজ দেওয়া হয়নি এবং এদের চাকুরীর ব্যবস্থাও এই প্রকল্পের আওতায় করা হয়নি। অন্যদিকে মহিলাদের চাকুরীর কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রকল্পের কাজে মহিলাদের সুযোগ করে দেওয়া হয়নি।

এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য উক্ত এলাকায় স্থানীয় জনগণের কোন সুযোগ বা কোন সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে কি? এই প্রশ্নের জবাবে কারখানার শ্রমিকবৃন্দ বলেন এই প্রকল্পের কাজে প্রকল্প এলাকার লোকজনের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়নি, শুধুমাত্র কিছু লোক এই প্রকল্পের অধীনে লেবার হিসাবে কাজ করতে পেরেছে বলে তারা জানিয়েছেন। আবার এই প্রশ্নের জবাবে কর্ণফুলী পেপার মিলের অধীনে কর্তব্যরত কর্মকর্তাগণ বলেন প্রকল্প এলাকার স্থানীয় লোকজন তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি। আবার এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবার পরে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাগজের দাম তাদের হাতের নাগালের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে তবে কিছু লোকজন এই প্রকল্পের অধীনে লেবার বা দীনমজুর হিসেবে কাজ করেছে বলে সবাই দাবী করেছেন।

এরপরে প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের যথাযথভাবে দায়িত্বপালন সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাওয় হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে কারখানায় অর্ন্তগত শ্রমিকবৃন্দের মতামত ছিল বেশ হতাশার, তারা বলেন তাদের দেখা মতে কারখানার উন্নয়নকাজ চলাকালীন সময়ে তারা এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদেরকে দায়িত্বপালনে যথেষ্ট অনিহা এবং অনিয়ম করতে দেখেছে। তারা জানান ঠিকাদারবৃন্দ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেনি। ঠিকাদারদের কাজে যথেষ্ট গাফিলতি ছিল। অন্যদিকে এই একই প্রশ্নের জবাবে কারখানায় কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দলবদ্ধ আলোচনায় তুলে ধরেন প্রকল্পের ঠিকাদারদের কাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার কথা। আলোচনায় তাঁরা বলেন যে এই প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদারবৃন্দ সঠিকভাবে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তবে এই প্রকল্পের কাজের গুণগত মান খুব ভালো হয়নি বলে তাদের অভিপ্রায়।

কর্ণফুলী পেপার মিল এর এই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে এই প্রকল্প বা প্রকল্পের কোন অংঙ্গ প্রকল্প এলাকায় কোন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি করেছে কি না, বা এই এলাকায় প্রাকৃতিক বা ইকোলজীক্যাল এবং সামাজিক অবক্ষয় এর বিস্তার ঘটিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে উত্তরে এই দলবদ্ধ আলোচনায় অংশগ্রহনকারী শ্রমিকবৃন্দের সবাই বলেন যে প্রকল্পের ইটিপি প্ল্যান্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ভেঙ্গে যাওয়ায় মিলের দূষিত আবর্জনা নদীতে মিশে নদীর পানিকে দূষিত করে ফেলেছে ফলে নদীর মাছগুলো মরে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই প্রশ্নের জবাবে কারখানায় কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ বলেন প্রকল্পের কাজ চলার কারনে প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

কর্ণফুলী পেপার মিলের এই বাস্তবায়িত প্রকল্পের সবচেয়ে বেশী উপকারিতা সম্পর্কে তাদের অভিমত কি এমন প্রশ্নের জবাবে কোম্পানীর শ্রমিকগণ বলেন প্রকল্পটির আধুনিকায়নের কাজটি ছিল একটি সময়োপযোগী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। এই প্রকল্পটি স্থানীয় এলাকার মানুষের জন্য খুবই সহায়ক হবে যদি প্রকল্পটি সবসময় চালু রাখা হয়। এছাড়াও কারখানার

কার্যক্রম চালু রাখলে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে এই কারখানার শ্রমিকগণ তাদের বক্তব্য পেশ করেন। আবার এই প্রশ্নের উত্তরে কারখানার কর্মকর্তাবৃন্দ যারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বলেন যে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে সরকারকে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা ট্যাক্স প্রদান করে এদেশের সরকারকে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করা হয়েছে। আবার এই প্রকল্পের বাস্তবিক প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশের মানুষ এবং সাধারন শিক্ষার্থীবৃন্দ অল্প খরচে খুব ভালো মানের প্রিন্টিং এবং লেখার কাগজ পাচ্ছেন বলে এই প্রকল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর উপরোক্ত এই প্রকল্পের প্রয়োগের ফলে বাজারেও যে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন কাগজকল চালিত হচ্ছে তাদের কাগজের দাম কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে, ফলে সাধারন জনগণ এখন তাদের নাগালের ভিতরেই ভালো মানের প্রিন্টিং এবং লেখার কাগজ পাচ্ছেন। আর এই প্রকল্পের ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাজারের মুল্য নির্ধারনে একটি সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

কর্ণফুলী পেপার মিলের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাজারে প্রচলিত কাগজের দামের উপর কোনরুপ বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কি না এর জবাবে কারখানার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা বলেন এই কারখানার কাগজ বাজারে কম দামে ছাড়ার ফলে বাজারে অন্যান্য যে সমস্ত কাগজ চলছে সেগুলোর দাম কমিয়ে আনতে তাঁরা বাধ্য হয়েছে কারন যদি বাজারে ভালোমানের কাগজ কম দামে পাওয়া যায় তাহলে তাদের কাগজ বেশী দামে কেউ কিনবেনা, তাই অন্যান্য কোম্পানীগুলো তাদের কাগজের বাজারদরও কমিয়ে বাজারে তাদের কাগজ বাজারজাত করছেন, ফলে সাধারন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই কাগজগুলো বাজারে বাজারজাত হচ্ছে।

অন্যদিকে এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ বলেন এই প্রকল্প যদি না থাকত তাহলে প্রাইভেট কোম্পানীগুলো চড়া দামে তাদের কাগজ বাজারে ছাড়তো আর তাহলে সেই কাগজ সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেত। যদি কোন কারনে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারাবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর থেকে এর রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা এবং এর সেবা সম্পর্কে কারখানার শ্রমিকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দের অভিমত তুলে ধরা হলো। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকবৃন্দ বলেন প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার নিরাপত্তা নেই। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও এই প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এই কারখানায় কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কোন প্রকার ক্ষতিপুরণ প্রদান করেননা। অপরপক্ষে, প্রকল্পের আওতায় কার্যরত কর্মকর্তাগণ বলেন যে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হচ্ছেনা। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্ধ থাকার ফলে কারখানার মেশিন এবং যন্ত্রপাতিগুলো প্রায় অকেজো হয়ে পরেছে যার দরুন উৎপাদন প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে।

প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য তাদের কোন পরামর্শ আছে কিনা এর উত্তরে কারখানার কর্মকর্তাগণ বলেন সার কারখানায় যে রেটে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয় সেই রেটে গ্যাসের লাইন প্রদান করা, সরকারী ট্যাক্স মওকুফ করা এবং এই প্রকল্প চালু রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অপরদিকে প্রকল্পের শ্রমিকদের মতে কারখানাটি নতুন করে প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত কারখানার কার্যক্রম বহাল রাখা এবং কারখানার যে সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি দ্রুত মেরামত করার মাধ্যমে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা।

উপরের দলবদ্ধ আলোচনার আলোকে বলা যায় যে প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে দেশের এবং দেশের সাধারন মানুষের কাছে ভালো মানের প্রিন্টিং এবং লেখার কাগজ তাদের ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে পাচ্ছে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে টারবাইন চালু হয়েছে ও প্রকল্পের কার্যক্রমে সফলতা এসেছে তবে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে উত্তরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সাহসিকতার সাথে যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৭.৮ মূখ্য তথ্যদাতাদের মতামত

কর্ণফুলী পেপার মিল প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা এর সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৩ এ উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে মূখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে কিছু নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কর্ণফুলী পেপার মিলের এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় বিএমআর থেকে কর্ণফুলী পেপার মিল এর নব উন্নয়ন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান বাজারে যে কাগজ মিল চালু আছে তার সাথে তুলনা করে কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি: এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের কাগজ বাংলাদেশের মার্কেটে সুলভ মূল্যে সাধারন মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবিক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ এই প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়নের জন্য গণ উন্নয়ন সংস্থাকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োজিত করেছিল। প্রকল্পের পর্যবেক্ষণের এই পর্যায়ে দেশের এবং প্রকল্প এলাকার কিছু গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব ও এর মুল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে প্রকল্পের গুণগত মান, সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের সুচিন্তিত মতামত প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়নে এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে গুরুতপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

৭.৮.১ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি সম্পর্কিত

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে প্রকল্পের জন্য কোন ফিজিবিলিটি করা হয়েছিল কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন প্রকল্পের জন্য ফিজিবিলিটি করা হয়েছিল কিনা তা তার জানা নেই, বাকি সব ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে মোটামোটি সব উত্তরদাতাই বলেন যে প্রকল্পের জন্য ফিজিবিলিটি করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়সীমা যা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা প্রকল্পের কাজ শেষ করেছিল কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন যে, প্রকল্পের কাজ সময়মত এবং সঠিকভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছিল তবে কয়েকজনের মতে প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে কিছু জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজ সময়মত শেষ করতে না পারলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশীরভাগ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ কেউ এসব প্রশ্নে উত্তরে জানেননা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন।

৭.৮.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে বড় ধরনের বা যে কোন ধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল কি না এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন তাদের দেখা মতে তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি তবে মাঝে মাঝে প্রকল্পের কাজে দেরী হয়ে যেত, এটা হতে পারে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ের মধ্যে বিতরণ করতে না পারায় প্রকল্পের কাজে দেরী হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে, সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ না থাকায় বর্তমানে কারখানার কার্যক্রম সম্পুর্নভাবে শতভাগ লোড দিয়ে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই প্রকল্পের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রকল্পের উৎপাদন সঠিক ভাবে হয় কিনা এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ঠিক আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন যে এটা যাচাই করার জন্য কারখানাকে সম্পুর্ন ১০০ শত ভাগ লোড দিয়ে পরিচালনা করতে হবে এবং এই হার প্রায় ১ বছর পরিমাণে চালালে এটা পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে কেপিএম এর বাস্তবায়িত প্রকল্পের দক্ষতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছেনা কারণ প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অপ্রতুলতা এই প্রকল্পের কর্মক্ষমতাকে পরিমাপ করতে একটা বড় ধরনের বাধা। আবার ডিপিপিতে প্রকল্পের কার্যক্রম প্যাকেজ হিসাবে করা হয়েছে না সাব-প্যাকেজ হিসাবে করা হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সবাই বলেন এটা সরাসরি প্যাকেজ হিসাবেই করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ থেকে কর্ণফুলী পেপার মিল এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে কি না এবং সেই অনুযায়ী কাজের মান ভালো হয়েছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলেন তাদের জানামতে সময়মত এবং সম্পুর্ন অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং কাজের মান মোটামোটিভাবে সন্তোষজনক।

প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বা এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই পরিমাণে অর্থ পেয়েছে কি না বা সেই অর্থ পেতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেন বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক সময়ের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ পেয়েছে এবং এই টাকা পেতে কারো কোন প্রকারের তদবির করার প্রয়োজন হয়নি। কর্ণফুলী পেপার মিলের প্রকল্প যা কিনা আধুনিকায়নের জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অনুমোদনে কাজ শুরু করা হয়েছিল তার কাজ সম্পন্ন হবার পরে প্রকল্পের ব্যয়

নিয়ে কোন অডিট হয়েছিল কি না তা জানতে চাইলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেন যে প্রকল্পের খরচ ও ব্যয়ের উপরে আইএমইডি বিভাগের উদ্দ্যোগে একটি পরিদর্শক টিম এই প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন। এত কিছু অসংগতি ধরা পরলেও কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের কাজের উপরে বা এর উন্নতিকরণের জন্য প্রকল্পের কোন বাৎসরিক পরিকল্পনা আছে কি না এ ব্যাপারে তাদের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন তাদের জানামতে এই প্রকল্পের বাৎসরিক পরিকল্পনা রয়েছে, আরো পরিকল্পনা রয়েছে কিভাবে সল্প সময়ের মধ্যে দেশের জনগণকে কম মুল্যে বেশী ভালো মানের কাগজ সরবরাহ করা যায়। এছাড়াও প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা বলেন বর্তমানে প্রকল্পের অবস্থা লাভজনক অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্পের কাজ আরো হলে দেশ এবং দেশের সাধারন জনগণ উপকৃত হবে বলে সবার ধারনা। প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে কর্ণফুলী পেপার মিল এর অবস্থা ছিল লোকসানের দিকে কিন্তু বর্তমানে এই প্রকল্পের বাৎসরিক উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এখন লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তবে সময়মত এবং চাহিদা মোতাবেক কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারলে এই প্রকল্পের লভ্যাংশ আরো অনেক গুণে বেড়ে যাবে এবং এই প্রকল্পের স্থায়িত্ব বেড়ে যাবে এবং অপারেশনের সময় হঠাৎ হঠাৎ ব্রেকডাউন করা বন্ধ হবে বলে সবার ধারনা। আবার ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্পের কাজ চালু রাখার জন্য আরো বিএমআরই এর প্রয়োজন হবে এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য নতুন নতুন আরো পেপার মিল এর অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

৭.৮.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রায় বেশীরভাগ বলেছেন প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় হয়েছে তবে কিছু মূখ্য উত্তরদাতা বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সঠিকভাবে না করায় প্রকল্পে কাজে কিছূটা বিলম্ব দেখা দিয়েছিল। কারো কারো মতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অর্থ ব্যয় না হওয়ার পিছনে রয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিশেষ তদবীর এবং কখনও কখনও তা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এক ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ করেছে। কর্ণফুলী পেপার মিল এর এই অনুমোদনকৃত প্রকল্পের বাইরে এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয় করা হয়েছে কি না এই প্রশ্নের জবাবে অনেকেই বলেছেন ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন অন্য অঙ্গে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে মনে হয়না আবার কারো কারো এই বিষয়ে কোন ধারনা নেই।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি বিভাগের প্রতিবেদনে যে সমস্ত ত্রুটি ধরা পরেছিল তার প্রেক্ষিতে কোন আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা বা করলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার উত্তরে একজন প্রকৌশলী বলেন এর আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি এর করা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে কাগজের উজ্জলতা বর্তমানে বাস্তবে রয়েছে ৮২.০ ডিগ্রি কিন্তু কেপিএম লি: থেকে বলা হয়েছিল ৮৫ ডিগ্রি। পরবর্তীতে কেপিএম এর কর্মকর্তাগণ এই কারখানায় কাগজের উজ্জলতা ৮২.০ ডিগ্রি থেকে বাড়িয়ে ৮৫ ডিগ্রি তে আনিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের করা প্রতিবেদনের জবাবে তেমন কোন ভুমিকা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়নি।

প্রকল্পের আওতায় প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার পার্টস ও মেটেরিয়ালস্ এর জন্য আইএমইডি থেকে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা থেকে প্রকৃত ব্যয় কত হয়েছিল তার উত্তরে কেউ কেউ বলেন তাদের জানা নেই। অন্যদিকে প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার পার্টস ও মেটেরিয়ালস কেনার কথা ছিল তা সঠিক সময়ের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছিল কি না জানতে চাইলে তারা বলেন সকল ইকুইপমেন্ট সময়মত কেনা হয়েছিল। তবে কেউ কেউ বলেছেন মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল কিছু অনিয়ম, যেমন: সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাজে যথেষ্ট অবহেলা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা। প্রকল্পের নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে উত্তরদাতাদের নিয়ে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং এই প্রকল্পের সুযোগ ও ভীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিভিন্ন উত্তরদাতা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রকল্পের সবল, দুর্বল দিক ও এই প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ এবং এর ভীতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

৭.৯ প্রকল্পের অবকাঠামো যাচাই

সরেজমিনে প্রকল্পের অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ চেকলিষ্ট অনুযায়ী উপাদানভিত্তিক পরিদর্শন করত: উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। মোট ৮ টি নমুনা এলাকার ওয়ার্ক ষ্টেশন সরেজমিনে চেকলিষ্ট এর মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে অবকাঠামো যাচাই-এর চেকলিষ্ট অনুযায়ী পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

১) পাল্প মিল্‌স:

ক. শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিসিআইসি এর নিজস্ব অর্থায়নে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রনীত সল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ভ্যাকুয়াম সিলিং সিষ্টেম মেরামত ও কাজটি লো-হিট ইনপুট ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে ইতো:মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ. এছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজও সঠিভাবে করা হয়েছে।

২) কেমিক্যালস রিকোভারি প্ল্যান্ট:- শিল্প মন্ত্রালয়ের নির্দেশে বিসিআইসির নিজস্ব অর্থায়নে স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জিই ইন্ডিয়া লি: (সাবেক আলষ্টম ইন্ডিয়া লি:) কর্তৃক এসআর বয়লারের টিউব, বয়লারের এয়ার ডাষ্ট, লিকার স্প্রে গান প্রভৃতি মেরামত এবং ইভাপুরেটর টিউব পরিবর্তনসহ এস আর বয়লারের রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে বা পিজিটিআর সম্পন্ন করার অপেক্ষায় আছে।

৩) কষ্টিক ক্লোরিন প্ল্যান্ট: প্রয়োজনীয় গ্রাফাইট ও মার্কারীর মজুদ সৃষ্টি করা, ব্যবহৃত কাঁচামাল যথাযথ মানের লবনের মজুদ সৃষ্টি করা মার্কারি সেলের পরিবর্তে আধুনিক মেমব্রেন সেল স্থাপন করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিসিআইসির নিজস্ব অর্থায়নে স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সিসি প্ল্যান্ট মেরামত খাতে বরাদ্দ অর্থ হতে কারখানার ভবনটি ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়েছে, এছাড়াও কিছু পরিমান মার্কারী ও গ্রাফাইট প্লেট ও রড এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সল্ট আমদানী করা হয়েছে।

৪) ষ্টিম টারবাইন জেনারেটর (এসটিজি):- বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রনালয় এর নির্দেশে বিসিআইসির নিজস্ব অর্থায়নে স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বয়লার টিউব, গভর্নর ও বিয়ারিংসহ আনুসঙ্গিক যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ এসটিজি-৪ টারবাইনের ওভারহোলিং কাজ এবং সারফেস কন্ডেনসারের টিউব পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫) পেপার মেশিন- আনুমানিক ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে২ নং পেপার মেশিনের ড্রাইভ পরিবর্তনের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। এই ড্রাইভ পরিবর্তনের মাধ্যমে পেপার মেশিনের উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু থাকবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও এর ফলে পেপার মেশিনের ডাউনটাইম কমে আসবে এবং মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

দক্ষ প্রকৌশলীবৃন্দ এই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত দিক পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে প্রকল্পে যে প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন করার কথা ছিল সেগুলি সঠিকভাবে এবং সময়মত প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাদের মতে উক্ত পেপার মিলটি নতুন আঙ্গিকে চালু হয়েছে। উক্ত পেপার মিলটি এখন আগের চেয়ে বেশী পরিমাণ ও উজ্জল কাগজ উৎপাদন করতে পারছে। টারবাইন চালু হয়েছে। কারখানার কাজের গতি আবার আগের মতই ফিরে এসেছে। যদিও বিএমআর বয়লারের কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু এসআর বয়লারের কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় বয়লার উৎপাদনে ফিরে আসেনি। ওয়াশিং লাইন ক্লিন, কষ্টিক সাইজিং এবং প্ল্যান্টে কাজ হয়েছে। আবার এই প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই যন্ত্রপাতিগুলো এখনো চালু না করায় কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ এখন পর্যন্ত পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। কষ্টিক সাইজিং এবং প্ল্যান্টের কাজ করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের কাজ হওয়ার পরেও এখনও কারখানায় প্রতিস্থাপিত যন্ত্রপাতিগুলো চালু করা হয়নি। এসআর বয়লারের রিনোভিশনের কাজ শেষ হয়েছে, প্রকল্পের গঠনগত অবনতি থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হয়েছে তবে এত কিছুর পরেও প্রকল্পের যন্ত্রপাতিগুলো ফিজিক্যালী চালু হওয়ার পরে এসআর বয়লার, পাল্প মিল ও কষ্টিক সাইজিং চালু করা যাবে।

চিত্র ৭.১: পরামর্শকগণ অবকাঠামো যাচাই করছেন

চিত্র ৭.২: পরামর্শকগণ প্ল্যান্ট যাচাই করছেন

চিত্র ৭.৩: পরামর্শকগণ পেপার মেশিন-১ যাচাই করছেন

চিত্র৭.৪: পরামর্শকগণ পেপার-এর মান যাচাই করছেন

চিত্র৭.৫: পরামর্শকগণ পেপার-এর মান যাচাই করছেন

৭.১০ স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)- এর সম্মেলন কক্ষে বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর স্থানীয় পর্যায়ে ৮ মে রোজ মঙ্গলবার এক মত বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহ মো: আমিনুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আলমামুন, মহা-পরিচালক (যুগ্ন সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আমিনুল হক, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এবং জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী সহকারী -পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গণ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্মশালায় আলোচিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ-

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মতামত

- মিলের আয়ুস্কাল প্রায় ৬৪ বছর। ফলে যন্ত্রপাতি ক্ষয় হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। পুরাতন ও সনাতন যন্ত্রপাতি বর্তমানে মেরামতযোগ্য নয় বলে এসমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়;
- দীর্ঘ ২০-৩০ বছর ওভার হোল্ডিং কাজ হয়নি, এছাড়া বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজও বিগত ১০ বছরে হয়নি। যার কারণে ঘনঘন ব্রেক-ডাউন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
- মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি তথা মূল্যস্ফীতি, বিভিন্ন সময়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ এর মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, একাধিক পে-কমিশন ও মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন, প্রভৃতি কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিলের লোকসানের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কাচাঁমালের সংকট, কাচাঁমাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের বাজার মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিলটি লোকসানে পরিণত হয়েছে;
- কর্ণফুলী পেপার মিলের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপন অপরিহার্য অর্থাৎ শুধুমাত্র BMRE করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়;
- প্রতি টন কাগজের উৎপাদন খরচ ১,৩৬,৭৩৭.০০ এবং প্রতি টন কাগজের গড় বিক্রয়মূল্য ৯৫,০০০.০০;

- শুধুমাত্র পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে মিলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়ন ও হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, কারণ কর্ণফুলি পেপার মিলের যে পরিমাণ সম্পদ, ভূমি ও কাচাঁ মাল রয়েছে তাতে সরকারের অর্থায়ন ও হস্তক্ষেপে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে;
- ১,২৭,০০০ একরের যে বিশাল বনভূমি রয়েছে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু একর জমিতে মিলটি অবস্থিত, অবশিষ্ট বিশাল বনভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে, সেক্ষেত্রে বনভূমির সঠিক ব্যবহার করলে কাচাঁমালের সমস্যা থাকার কথা নয়;
- প্রতিটন পাল্পের ক্রয়মূল্য পড়ে ৭০,০০০-৮০,০০০ টাকা, অথচ মিলে নিজেরা পাল্প উৎপাদন করতে পারলে খরচ পড়তো মাত্র ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা
- শুধুমাত্র আংশিক BMRE করে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্পুর্ণ প্রতিস্থাপন করতে হবে।

চিত্র ৭.৬: স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা

৭.১১ জাতীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)- এর সম্মেলন কক্ষে ৩০ মে রোজ বুধবার বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিলস) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর জাতীয় পর্যায়ে এক মত বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ্ মোঃ আমিনুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)।

চিত্র ৭.৭: **জাতীয়** পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৮.১ উপসংহার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রনালয় বিএমআর আব কেপিএম (কর্ণফুলী পেপার মিল) এর উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষনের কাজ সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান বাজারে যে কাগজ মিল চালু আছে তার সাথে তুলনা করে কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি: এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে উন্নতমানের কাগজ বাংলাদেশের মার্কেটে সুলভ মূল্যে সাধারন মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, তা অনেকটাই অপূর্ণ রয়েছে। বাংলাদেশের মার্কেটে বাৎসরিক কাগজের চাহিদার পরিমান আনুমানিক ১৫/১৬ লক্ষ মে: টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মোট উৎপাদিত কাগজের পরিমান ১০/১২ লক্ষ মে: টন। অবশিষ্ট কাগজ দেশের বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। যার ফলে প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এমতাবস্থায় কর্ণফুলী পেপার মিল্স লি: এর পাশেই অবস্থিত বন্ধকৃত কর্ণফুলী রেয়ন মিলে যাতায়াতের রাস্তা, পানির লাইন এবং বৈদ্যুতিক লাইনসহ পুর্ণাঙ্গ অবকাঠামো বিদ্যমান থাকায় কাগজের চাহিদা পুরনের লক্ষে বন্ধ কেআরসির পরিত্যক্ত জায়গায় বার্ষিক ১ (এক লক্ষ) লক্ষ মে: টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি পেপার মিল স্থাপন করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যেহেতু মিলটিতে দক্ষ জনবল ও প্রচুর জমি আছে সেহেতু মিলটি প্রতিস্থাপন করলে দেশের জনগণ আরও কম মূল্যে কাগজ পেত।

৮.২ পর্যবেক্ষণ

- কাগজ শিল্পের প্রযুক্তি এতটাই আপগ্রেড হয়েছে যে কেপিএম এর মত ৫২ বছরের পুরাতন একটি মিলের জন্য বিএমআর কোন কাজেই আসেনি। ১৯৯৬ সালে মূলত একটি পরিকল্পিত ধারণার উপর ভিত্তি করে কেপিএম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু পুরানো প্রযুক্তির কারণে এ প্রকল্পটির ধ্বস শুরু হয় ২০০৭ সালে। একটি প্রযুক্তিগত প্রকল্প যা ১৯৯৬ সালে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়েছিল সে প্রকল্পটি ২০০৭ সালে বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে, কেপিএম প্রকল্পটির বিএমআরই-র ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।
- বর্তমানে স্থানীয় কোম্পানিগুলো ২০০০০০ মেট্রিক টন সাদা কাগজ, ২৫০০০০ মেট্রিক টন অফসেট পেপার এবং ২০০০০০ মেট্রিক টন নিউজ পেপার উৎপাদন করছে। অধিকন্তু সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করছে যার ফলে বাজারে প্রতি বছর গড়ে ১০% কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র এনসিটিবি প্রতি বছর ৬৫০০০ মেট্রিক টন কাগজ ব্যবহার করে। কেপিএম প্রতি বছর বাজারে শুধুমাত্র ৫০০০-৭০০০ মেট্রিক টন কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।
- কেপিএম-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আর কোনও নতুন বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।
- কেপিএম-এ দীর্ঘ ২০-৩০ বছর যাবৎ কোন ওভার হোল্ডিং-এর কাজ হয়নি, এছাড়া বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজও বিগত ১০ বছরে হয়নি। যার কারণে ঘনঘন ব্রেক-ডাউন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
- মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি তথা মূল্যস্ফীতি, বিভিন্ন সময়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ এর মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, একাধিক পে-কমিশন ও মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন, প্রভৃতি কারনে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিলের লোকসানের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতি টন কাগজের উৎপাদন খরচ ১,৩৬,৭৩৭.০০ এবং প্রতি টন কাগজের গড় বিক্রয়মূল্য ৯৫,০০০.০০ টাকা।
- ১,২৭,০০০ একরের যে বিশাল বনভূমি রয়েছে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু একর জমিতে মিলটি অবস্থিত, অবশিষ্ট বিশাল বনভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

- প্রতিটন পাল্পের ক্রয়মূল্য পড়ে ৭০,০০০-৮০,০০০ টাকা, অথচ মিলে নিজেরা পাল্প উৎপাদন করতে পারলে খরচ পড়তো মাত্র ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা।
- ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে পুরাতন ছাপা এবং লেখা কাগজের কালি অপসারণের মাধ্যমে রিসাইকেল্ড ফাইবার সংগ্রহ করা হয়। কর্ণফুলী পেপার মিলের ডি-ইঙ্কিং প্ল্যান্ট না থাকায় এই কর্ণফুলী পেপার মিলে পুরাতন কাগজ থেকে কালী অপসারন করা যাচ্ছেনা।
- মিলটি প্রতিষ্ঠা কালীন সময় থেকে ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত এই বনভূমিতেই মিলটির চহিদা অনুযায়ী কাচামাল উৎপাদন সম্ভব ছিল সুতরাং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বর্তমানেও মিলটির চহিদা অনুযায়ী কাগজ তৈরীর কাচামাল উৎপাদন সম্ভব হবে।

৮.৩ সুপারিশ

- ২০ বছরের বেশি সময়ের যে কোনও শিল্পের জন্য কোনো বিএমআরই করা সমীচিন নয়।
- ১০০০০০ (এক লক্ষ) মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুইটি পেপার মিল স্থাপন করা যেতে পারে।
- নতুন প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অথবা অভিজ্ঞ পার্টনারের সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে নতুনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে কেপিএম-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে।
- কেপিএম-কে তার উৎপাদিত কাগজের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পণ্য বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করতে পারে।
- উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মিলটি সম্পুর্ণ প্রতিস্থাপন করা সমীচিন ।
- কেপিএম-এর আওতায় যে বিশাল বনভূমি রয়েছে সেগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাচাঁমালের অপর্যাপ্ততা দূর করা সম্ভব ।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে মিলটি পুনঃপ্রতিস্থাপন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

Rerefences

1. RFP for the Impact Evaluation Study on the Completed Project Titled "Introduction of BMR of KPM (Karnaphuli Paper Mill)", Implementation Monitoring and Evaluation Division, Ministry of Planning dated: 11.10.2016.

2. Terms of Reference (TOR) of the Consuting firm for Impact Evaluation Study Titled "Introduction of BMR of KPM (Karnaphuli Paper Mill)", Implementation Monitoring and Evaluation Division, Ministry of Planning.

3. Revised Development Project Proposal (RDPP), "BMR of KPM (Karnaphuli Paper Mill)", Minisry of Post, Telecommunications and Information Technology, December 2014.

4. Project Completion Report (PCR), "BMR of KPM (Karnaphuli Paper Mill)", Minisry of Post, Telecommunications and Information Technology, September 2015.

5. Campbell D.T. Stanley J.C. Experiment and Quasi-Experimental Designs for Research, Houghton Mifflin Company, Boston, Dallas, Geneva, III. Hopewell, N.J. Palo Alto, London, 1963.

গণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)
বাড়ী নং-১১,১৩, রোড নং-৫, ব্লক-সি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ই-মেইল: gus@bangla.net
ফোনঃ ৮৮-০২-৭২৮৬৮৭৮